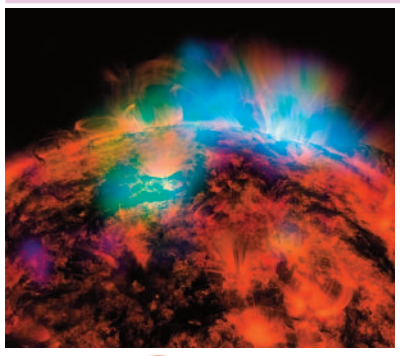

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নক্ষত্ররাজের গগনে আগুনে সূর্য জয়ের পালা আসে যদি আসুক বেশ তো

ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য কর্মসাথী অ্যাপের সূচনা ৬

কলকাতা ২৯ অগস্ট ২০২৩ ১১ ভাদ্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.8.2023, Vol.17, Issue No.79, 8 Pages, Price 3.00

দত্তপুকুর বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯

গ্রেপ্তার এক, ঘটনাস্থলে এনআইএ টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দত্তপুকুরের অবৈধ বাজি কারখানার বিস্ফোরণ কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৯। এদের মধ্যে ৩ জন স্থানীয়। বাকি ৬ জনের মধ্যে ৫ জন মুর্শিদাবাদের ও ১ জন ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী বলে জানা গিয়েছে। আহত ৮ জনের মধ্যে ৪ জনকে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বাকিরাও সুস্থ আছে। তাদেরও দু-এক দিনের মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। রবিবার রাতেই এই ঘটনায় শফিক আলি নামে এক ব্যক্তি নীলগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এনআইএ দুই তদন্তকারী ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেন।

রবিবারের ঘটনার পর এদিনও এলাকা জুড়ে রয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিন সকালে বিস্ফোরণস্থলের পিছনের একটি পুকুর থেক ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার মাথা ফাটা, কোমরের থেকে পায়ের কোনও চিহ্ন নেই। জানা গিয়েছে, তাঁর নাম শামসুল আলি (৫০)। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা। এছাড়াও স্থানীয়দের মধ্যে আছে কেয়ামত আলি ও তার ছেলে রবিউল আলি। মৃতদের মধ্যে আছে মুর্শিদাবাদের সুতি নতুন চাতরা গ্রামের রনি শেখ (১৬), জেরাত শেখ (৫০), আন্দাজ শেখ (১৯), মাসুম শেখ (১৬), কলেজ শেখ (৪০)। এছাড়াও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা সাইবাজ আলম (২২)। বারাসাত হাসপাতালে পুলিশ মর্গ থেকে পরিবারের সদস্যরা দেহগুলি সনাক্ত করেন। এখনও পর্যন্ত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ৩টি হাত আছে। এই হাতগুলি নিহত ৯ জনের নাকি অন্য কারো তার তদন্ত করছে পুলিশ।

এদিন ঘটনাস্থলে যান সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'আমাদের জমানায় এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছিলাম। আর তৃণমূল এখানে বোমা বানানোর কারখানা বানিয়েছে।' তিনি এদিন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকির সুরেই বলেন, খাদ্যমন্ত্রী, সাংসদ ও পুলিশের উদ্যোগে এখানে এই কারখানা তৈরি হয়েছে। এখান থেকে এদের সবারকাছেই টাকা যেত। আর সেখানেই বিস্ফোরণ হচ্ছে সেখানেই নিজেদের দোষ ঢাকতে আইএসএফ আর সিপিএমের নাম নেওয়া হচ্ছে। তিনি এদিন অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ রাতের অন্ধকারে প্রমাণ লোপাট করছে। আর স্থানীয় মানুষদের উপর তদন্তের নামে অত্যাচার করছে।

এদিন ঘটনাস্থলে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেন, এখানে আরডিএক্স বিস্ফোরণ হয়েছে। নাহলে এই ধরনের ধ্বংস হতে পারে না। এখানে দত্তপুকুর থানার আইসি ও খাদ্যমন্ত্রী যৌথ ব্যবসা চালাতেন বলেও এদিন শুভেন্দু দাবি করেন। এদিন কংগ্রেস নেতা অধির রঞ্জন চৌধুরীও ঘটনাস্থলে আসেন। তিনিও বিস্ফোরণের ভয়াবহতা দেখে বলেন, 'এখানে আরডিএক্স ছিলো। পুলিশ ও তৃণমূল নেতাদের যৌথ উদ্যোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসংগঠিত বোমা শিল্প এখানে গড়ে উঠেছিলো। আমি আদালতে যাবো এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য।' পাশাপাশি তিনি শুভেন্দু অধিকারীর মতো মৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্যের দাবি তোলেন রাজ্য সরকারের কাছে।

সাসপেন্ড দত্তপুকুরের আইসি ও নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ। সাসপেন্ড দত্তপুকুরের আইসি এবং নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি হিমাদ্রি ডোগরা। তাঁদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। নীলগঞ্জ ফাঁড়ির নতুন ওসি হলেন সঞ্জয় বিশ্বাস। স্থানীয়দের দাবি, বারবার অভিযোগ জানানো হলেও বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধে কোনও উদ্যোগ নেয়নি পুলিশ। পরিবর্তে বেআইনি বাজি কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে তোলাবাজি করতো তারা। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার পরই সাসপেন্ড দত্তপুকুর থানার আইসি। ক্লোজের পর সাসপেন্ড নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি হিমাদ্রি ডোগরা। তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

চন্দ্রযান ৩-এর বাঙালি কৃতিদের সংবর্ধনা দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যকে সামনে রেখে এবার ইসরোর বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই অভিযানের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ-সহ সকলকে চিঠি পাঠিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোমবার বিধানসভায় এক ঘরোয়া আলাপচারিতার ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চন্দ্রাভিযানের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের ২৮ জন বিজ্ঞানী-সহ অন্যান্যদের সম্বর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য খুব শীঘ্রই ইসরো চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হবে। রাজ্যের কৃতি সন্তানদের প্রত্যেককে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁরা রাজি থাকলে রেড রোডে বড় মাপের নাগরিক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হবে। বাঙালি কৃতিদের সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এবার তাঁদের পাশাপাশি চন্দ্রযান-৩-এর সমস্ত টিমকেই সম্মান জানাতে চেয়েছেন তিনি। যদিও ইসরো প্রস্তাব গ্রহণ করার পরই পরবর্তী দিনক্ষণ ঠিক করা হবে।

দত্তপুকুরকাণ্ডে মমতার পদত্যাগ চাই: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তপুকুরের ভয়াবহ বিস্ফোরণের নেপথ্যে আরডিএক্সের ব্যবহার করা হয়েছে বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন। সোমবার বিধানসভা অধিবেশন শুরুতেই দত্তপুকুর কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে বিক্ষোভ দেখান ও পরে ওয়াকআউট করেন বিজেপির বিধায়কেরা। পরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'দত্তপুকুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ স্পষ্ট। তথ্য প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হতে পারে। সেকারণেই এনআইএ ও সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, আরডিএক্সের মতো শক্তিশালী বিস্ফোরক দত্তপুকুরের ওই কারখানায় ছিল। তা না হলে বিস্ফোরণের তীব্রতা এমন হওয়ার কথা নয়। স্থানীয় থানার ওসি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি নিয়ে সরব অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশি নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক অভিযোগ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে ভুলভাল খবর ছাপা হচ্ছে। তবে এই প্রথম অভিষেক খোলাখুলি স্বীকার করে নেন যে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিটি তাঁরই সংস্থা। সোমবার ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে মিডিয়া ট্রায়ালকে র‍্যাগিং বলে মন্তব্য করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'আমি আমেরিকায় চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে এমন হাওয়া তোলা হল যে আমি পালিয়ে গেছি। কিন্তু আমার পদবি মোদি নয়, চোকসি নয়, মালিয়া নয় যে পালিয়ে যাব। আমার পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখে চোখ রেখে লড়াই করার দীক্ষা রয়েছে আমাদের'। অভিষেকের কথায়, 'আমি যেদিন এসেছি তার পর দিনই তল্লাশি করতে চলে গিয়েছে ইডি। আমার অফিসে গিয়ে কম্পিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করে চলে এসেছে। পর দিন ওরা ফিরে এসে বলতেই পারে এই ফাইলগুলো আমার কম্পিউটারেই ছিল। তার পর মিডিয়া ফের চিৎকার করতে শুরু করবে। এটা র‍্যাগিং নয়?' অভিষেকের দপ্তরে তল্লাশির পর বিবৃতি প্রকাশ করেছিল ইডি। তাতে দাবি করা হয়েছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা সিইও।

সোনার ছেলে...

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় হিসাবে সোনা জিতলেন নীরজ। ফাইনালে ৮৮.১৭ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়লেন তিনি। ইতিহাস গড়লেন অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী ভারতীয়।

লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার বড় ইঙ্গিত মমতার

'গোলি মারো' স্লোগানের সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার বড় ইঙ্গিত মিলল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। সোমবার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি যা ইঙ্গিত দিলেন তাতে ডিসেম্বর মাসেই নির্বাচন সংগঠিত করা হতে পারে লোকসভা নির্বাচন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একইসঙ্গে এও দাবি করেন, প্রচারের জন্য বিজেপি সমস্ত হেলিকপ্টার ইতিমধ্যে বুক করে নিয়েছে। আর এই হেলিকপ্টার প্রচারের কাজে লাগানো হতে পারে। সেই অনুমান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুমান বলেও এদিন জানান তিনি।

এরই রেশ ধরে এদিন তিনি এও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে জানান, যদি বিজেপি টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে দেশের মানুষ স্বৈরাচারী শাসনের মুখোমুখি হবে। তিনি বলেন, 'আমি আশঙ্কা করছি যে বিজেপি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে লোকসভা নির্বাচন করতে পারে।'

এদিন সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় তিনি ছাত্রদের ভূমিকা নিয়েও একাধিক বার্তা দেন। এমনকী, বিজেপি সমর্থিত ছাত্রদের মিছিলে 'গোলি মারো' স্লোগান নিয়েও চরম সমালোচনা করেন তিনি। এরকম স্লোগান বাংলার বুকে কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধী দলের পাশপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নিশানায় ছিলেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, এদিনের সভায় উঠে আসে আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ। লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হঠাতে ছাত্র, যুবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেও বার্তা দেন সভায় উপস্থিত হন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মী, সমর্থকদের।

তবে এদিনের সভায় রাজ্যে পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনেক জায়গাতেই অন্যায় হলেও পুলিশ সেটা চুপচাপ বসে দেখছে বলেও জানান তিনি। আর সেই কারণেই পুলিশের উপর নজরদারি রাখার জন্যে রাজ্যে অ্যান্টি করাপশন সেল গঠন করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশের একাংশের নিষ্ক্রিয়তার উপর নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অভিষেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানাতেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত আর তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ। সোমবারের এই অনুষ্ঠানের আগে জনৈক ব্যক্তির থেকে মেসেজ পেয়ে ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি জানান, 'আমাকে মেসেজ পাঠিয়ে বলছে ভোটের আগে গ্রেপ্তার করা হবে অভিষেককে।' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে মমতা বলেন, 'আমি অনেক সরকার দেখেছি কিন্তু এরকম প্রতিশোধস্পৃহামূলক সরকার দেখিনি।' এরপরই ইডি তদন্ত নিয়ে সোচ্চার হন তৃণমূল সুপ্রিমো। লিপস অ্যান্ড বাউন্স-এ ম্যারাথন তল্লাশি নিয়ে আক্রমণের সুরে মমতা বলেন, 'কেন দেখেননি আপনারা, কী করছে ওঁরা। নিজেরা ইচ্ছে মতো অভিষেকের অফিসে ঢুকেছে। কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেননি। নিজের ইচ্ছামতো ঢুকে গিয়েছি, যা খুশি করছে। অভিষেকের কম্পিউটার থেকে সব ফাইল বের করে নিয়েছে। তারপর নিজেরা কতগুলি ফাইল তৈরি করে নিয়ে গিয়েছে। আর সেগুলো ওখানে ভরে দিয়েছে। তোমরা যদি কম্পিউটার ওস্তাদ হও। তাহলে আমরাও মাস্টার। আমরা সব বের করে নিয়েছি একেবারে টাইম ধরে, যে এগুলো তোমরা ঢুকিয়েছো। ওদের কম্পিউটারে এগুলো ছিল না।'

আগামী দু-তিন বছরে রাজ্যে ১০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে রাজ্যে ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে। কলকাতায় দলের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বিভিন্ন শিল্পে এই ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, ছেলেমেয়েরা যাতে ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষা নিয়ে চাকরি পেতে পারেন, সে জন্য রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় বিনামূল্যে ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি চাননা রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বাইরে চলে যাক। অন্যান্য রাজ্যে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বাড়লেও রাজ্যে দারিদ্র অনেক কমেছে বলে এ দিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী তিন মাসের মধ্যে পুলিশে আট হাজার লোক নিয়োগ করা হবে বলেও জানিয়েছেন। তিনি জানান, হাওড়ায় আরও ২ লক্ষ চাকরি হবে। বানতলায় চাকরি হবে ৫ লক্ষ ছেলেমেয়ের। দেউচা পাঁচামিতে আরও এক লক্ষ মানুষের চাকরি হবে। চাকরির অভাব নেই। এ দিন মেয়ো রোডের সমাবেশে মমতা বলেন, 'যাঁরা ইংরেজি ও কম্পিউটার শিখতে পারেননি বলে চাকরি পেতে অসুবিধে হচ্ছে, তাঁদের জন্য জেলায় জেলায় ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করছে রাজ্য সরকার। যাঁরা ইংরেজি ও কম্পিউটারের ট্রেনিং করতে চান, তাঁরা বিনামূল্যে এই সেন্টারে ট্রেনিং করতে পারবেন। ট্রেনিং করলেই চাকরি একেবারে বাঁধা। আমি চাই না, ছাত্ররা বাইরে চলে যান। পড়তে গেলেও পড়ে ফিরে আসুন।' শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে এ দিন মমতা আরও বলেন, 'শিক্ষকের ২৪ হাজার শূন্যপদ আছে। কিন্তু অনেকেই কোর্টে গিয়ে মামলা করছেন। আপনারাও কোর্টে যান। বলুন যে কীভাবে নিয়োগ করতে হবে, বলে দিন। সেভাবেই নিয়োগ করা হবে। বিচারপতির কমিটির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ হোক, তাতে আমার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু চাকরিটা তো হোক।'

সবুজবাজি তৈরির পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তপুকুরের বিস্ফোরণকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।এদিকে বিস্ফোরণস্থল বাজি কারখানার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক মিলেছে। বেশ কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের হদিশ পেয়ে স্তম্ভিত তদন্তকারীরা। এগরায় বিস্ফোরণকাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়ার পরও কেন এই ঘটনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। সোমবার ধর্মতলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি এদিনের মঞ্চ থেকে আতস বাজিগরদের বার্তা দেন, 'আতসবাজি নয়, আপনারা সবুজ বাজি তৈরি করুন। তাতে টাকা কম হবে, কিন্তু জীবনও বাঁচবে।' একইসঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো এও বলেন, 'পুলিশরা কেউ বেআইনি কাজ করছে দেখছি আজকাল। তবে সবাই না। বাকিরা আমার পরিবার। আমি অ্যান্টি করাপশন সেল করেছি। খেয়াল রাখছি। গাড়ি নিয়ে আইন ভাঙলে টাকা নেবেন। নাহলে কেন টাকা পকেটে নেবেন?' এরই রেশ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমরা সবুজ বাজি করেছি। আপনাদের বলছি, ফায়ার ক্র্যাকার নয়, সবুজ বাজি করুন। টাকা কম হবে, তবে জীবন বাঁচবে। রাজ্যের ইটভাঁটা, বালি খাদানে কোনও আইন ছিল না। আমরা আইন করেছি।' প্রসঙ্গত, এগরায় বেআইনি বাজি কারখানায় ১১ জনের মৃত্যুর পর ক্লাস্টার তৈরির কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজেদের এলাকায় বেআইনিভাবে বাজি কারখানা গড়ে উঠছে কিনা, জনপ্রতিনিধিদের সে বিষয়ে নজরদারির নির্দেশও দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কীভাবে দত্তপুকুরে এই বীভৎস কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এত পড়ুয়া গেল কোথায়!

হতবাক রাজ্যের কলেজকর্তারা

অশোক সেনগুপ্ত

কলেজে কলেজে নয়া শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রায় সর্বত্র পড়ুয়ার অভাব। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক, আইসিএসই, আইএসসি পাশ করল। তারা গেল কোথায়? মুখে কলম গুঁজে ভাবতে বসেছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ।

খোদ কলকাতার আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজে ক্লাস শুরু হয়েছে ৭ অগস্ট। প্রথম সেমিস্টারে মোট ২৬৫০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ১৬৫০। সোমবারও কলেজের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র মাইতি আশায় আছেন, যদি আরও কয়েকজন ভর্তি হয়।

এখনও কীভাবে আশায় আছেন? পূর্ণবাবুর উত্তর, 'আমরা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভুগোল, কম্পিউটার সায়েন্সের মত ৯টা নতুন বিষয় খোলার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরে আবেদন করেছিলাম। শুনছি ২-১দিনের মধ্যে তার কয়েকটির অনুমোদন আসবে। এগুলোয় কিছু পড়ুয়া আসতে পারে বলে মনে করছি।'

১ অগস্ট থেকে স্নাতক স্তরে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফাঁকা পড়ে ছিল অনেক আসন। সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একাধিক কলেজে ফের ভর্তির পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাতেও বিশেষ হেলদোল হয়নি।

যোগেশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায়ের মতে, 'রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এই নেতিবাচক অবস্থা। প্রায় পড়ুয়া খুঁজতে বার হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আগে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পড়ুয়া আসত। এখন তা ঠেকেছে কেবল বিহার আর ঝাড়খণ্ডে। তাও সংখ্যায় নামমাত্র। সবচেয়ে আক্ষেপের কথা, এই কলকাতাকে অনেকে বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান বলে জানেন। কিন্তু কলেজগুলোয় বিজ্ঞানের অনেক আসন ফাঁকা।'

একই অভিমত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিন্সিপালস কাউন্সিল'-এর অধ্যক্ষ ডঃ পূর্ণচন্দ্র মাইতির। এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আমাদের মোট ৬০০ আসন। তার মধ্যে মাত্র ৬০টি ভর্তি হয়েছে। গতবছর করোনার কিছুটা আবহ থাকলেও বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর প্রায় ৬০ শতাংশ ভর্তি হয়েছিল। তবে বানিজ্য আর ইংরেজিতে যথেষ্ঠ সারা মিলেছে। দ্বিতীয় ভাষা (বাংলা/হিন্দিতে) যা আসন, সাড়া মিলেছে তার অর্ধেক।'

এ বছর রাজ্য জুড়ে স্নাতক স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া পুরোপুরি চালানো হয়েছে অনলাইনে। ভর্তি-দুর্নীতি আটকাতেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক ছাত্রছাত্রীই একাধিক কলেজে অনলাইনে আবেদন করে। সাধারণভাবে পড়ুয়ারা যে-ক'টি কলেজে সুযোগ পায়, প্রায় সবেতেই ভর্তি হয়ে যায়। তাঁদের মেধা-তালিকা আগে বেরোয়। পরে বেরোয় প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা-তালিকা। এই অবস্থায় দেখা গিয়েছে, ব্রেবোর্নে ভর্তি হয়ে অনেকেই পরে যাদবপুর, প্রেসিডেন্সিতে চলে গিয়েছে। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি পড়তে চলে যাচ্ছেন, এমন পড়ুয়ার সংখ্যাও কম নয়। এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া প্রায় একসঙ্গে না-চালালে এই সমস্যা থেকেই যাবে।'

অন্যদিকে পূর্ণবাবুর মতে, 'এ রাজ্যে শিল্পায়ন হচ্ছে না। কাজের সুযোগ তলানিতে। পড়ুয়ারা কেউ কেউ বৃত্তিমূলক কাজ শিখছে। কেউ কেউ পড়াশোনার জন্য চলে পাচ্ছে ভিন রাজ্যে। এভাবে চললে স্নাতকস্তরে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিতের মত বিজ্ঞানের প্রথাগত বিষয় তুলে দিতে হবে। এত খরচ করে পড়ুয়ার অভাব কি মেনে নেওয়া যায়?'

শিক্ষাবিদদের একাংশ মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনা এখন ভীষণভাবে রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছে। ভীষণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। সৎ পথে আয়ের সুযোগ কমে যাচ্ছে। পঠনপাঠনে রাজ্যের অভিমুখটা বদলাতে হবে। একটা নেতিবাচক ছবি তৈরি হয়েছে। সেটাও বদলাতে হবে।

এই মন্তব্য সমর্থন করে ডঃ পঙ্কজ রায় বলেন, 'আর একটা বিষয়; ক্লাস্টারিং অফ দ্য কলেজ অর্থাৎ রেশনালাইজেশন দরকার। শিক্ষক-পড়ুয়ার অনুপাতটা ঘেঁটে গিয়েছে। কোথাও শিক্ষক আছেন তো পড়ুয়া যৎসামান্য। কোথাও উল্টো ছবি। এরকম অবস্থা আজ হঠাৎ করে হয়নি। সবাই জানেন। কিন্তু সদিচ্ছার সঙ্গে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা হচ্ছে না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত 16/08/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 43 নং এফিডেভিট বলে আমি Debi Patra (old name) W/o. Swapan Patra at Adisaptagram Patrapara, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pramila Patra (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি Debi Patra & Pramila Patra W/o. Swapan Patra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Rajdip Patra.

নাম-পদবী
গত 09/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12234 নং এফিডেভিট বলে Jahar Lal Barik S/o. Srishtidhar Barik ও Jahar Barik S/o. S. Barik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12646 নং এফিডেভিট বলে Pradeep Kumar Chaudhury S/o. Dharani Kanta Chaudhury ও P. K. Chaudhary S/o. D. K. Chaudhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 28/08/23 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 1350 নং এফিডেভিট বলে আমি Ashim Biswas S/o. Ananta Kumar Biswas at Goyla Pukur, Mathpara, Berela, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ananta Biswas & Ananta Kumar Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত 24/04/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6452 নং এফিডেভিট বলে Sekh Kamrul Hasan S/o. Sk. Anowar Hossain ও Sk. Khahrul Hasan S/o. Anoyar Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 21/08/23 S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে 73 নং এফিডেভিট বলে আমি Anil Sur ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Narendra Sur ও N. N. Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13083 নং এফিডেভিট বলে Hriddhiman Dey S/o. Sandip Dey ও Hriddiman Dey S/o. S. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 01/06/23 জুডিশিয়াল, ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2536 নং এফিডেভিট বলে Mahammad Ibrahim Mondal S/o. Sawkat Rahaman Mondal ও Md Ibrahim S/o. S. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, সদর, হুগলী কোর্টে 13087 নং এফিডেভিট বলে Diptosh Kumar Chandra S/o. Santosh Kumar Chandra ও Diptosh Kr. Chandra S/o. S. Kr. Chandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, সদর, হুগলী কোর্টে 13000 নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Pal S/o. Shantiranjan Pal ও Samir Kr. Paul S/o. S. R. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, সদর, হুগলী কোর্টে 12999 নং এফিডেভিট বলে Jagannath Ghosh S/o. Bijoypada Ghosh ও Jagananath Ghosh S/o. B. P. Ghoshl সাং বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 24/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, সদর, হুগলী কোর্টে 13092 নং এফিডেভিট বলে Soumendu Dutta S/o. Prashanta Kumar Dutta ও Saumendu Dutta S/o. P. Dutta সাং খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 23/09/22 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 64 নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashoke Das ও A. Kr. Das, Asok Kumar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
LICI পলিসি নং 401666070 এতে নমিনী স্থানে আমার নাম Sukiya Bibi স্বামীর নাম Samshul Haque, পিতা- Late Abdul Jubbar আছে। গত ১৯/০৭/২০২৩ ডোমকল কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sufia Khatun Bibi স্বামী Samsul Hoque নামে পরিচিত হলাম।

Change of Name
I, **SUBHRA MANDAL MAJI** W/o Ratan Chandra Mandal & D/o Rampada Maji, residing at Vill.: Debra, P.O.- Debra Bazar, P.S. : Debra, Dist.- Paschim Medinipur, have changed my name from **SUBHRA MAJI @ SUVRA MAJI @ SUBHRA MANDAL** to **SUBHRA MANDAL MAJI** for all purpose by affidavit No. : 10236 dated : 05/07/2023 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Midnapore. That **SUBHRA MAJI @ SUVRA MAJI @ SUBHRA MANDAL** and **SUBHRA MANDAL MAJI** W/o Ratan Chandra Mandal & D/o Rampada Maji is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি
জেলা হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
২০২১ সালের ৪১ নং দেওয়ানি মোকর্দ্দমা

বাদী ১। সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা,
২। নরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা,
উভয়ের পিতা- পাঁন্নালাল গুপ্তা, উভয়ের সাং- ১০৫/২১ বি. গিরিশ ঘোষ রোড, পোঃ- লিলুয়া, থানা- বেলুড়, হাওড়া - ৭১১ ২০৪।
৩। শ্রীমতি সুধা জয়সওয়াল (নী গুপ্তা), স্বামী শ্রী মনোজ কুমার জয়সওয়াল, সাং- ২৬, কিংস রোড, ৫ তলা, পোঃ- রোস রোড, থানা- গোলাবাড়ি, হাওড়া, পিন- ৭১১ ১০১
৪। শ্রীমতি মঞ্জু জয়সওয়াল (নী গুপ্তা), স্বামী শ্রী সুধীর শিবকুমার জয়সওয়াল, সাং- এন. এফ. ৩/১০, আই. আই. এম, কলকাতা, ডি.এইচ. রোড, পোঃ- জোকা, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা, পিন- ৭১১১০৪।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে জেলা হুগলী থানা চন্ডিতলা, মৌজা চিকরন্ড, জে. এল. নং ৮১, এল. আর. খতিয়ান নং ৯৮৪/১, ৫৫৩, ৫৬৪/১, ৯২১, ৬৯৫ ও ৬৭৩ অন্দরে দাগ নং ১৭৯৪, ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৭৯৮, ১৮০০, ১৮০১, ১৮০৩, ১৮০৪ ও ১৮০৯ মধ্যে পরিমিত মোট ৬৭৯ ডেসিমেল সম্পত্তি লইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় বাদীগণ সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), শ্রীরামপুর হুগলী আদালতে, ১। মোঃ সাজিদ শেখ "S.S. Construction" এর মালিক) পিতা- মোঃ খলিল শেখ, সাং- ৮৬, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০৬১। ২। দীপক অধিকারী, পিতা- দুলাল অধিকারী, সাং- মিলনগড়, পোঃ- মিলনগড়, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৫০১। ৩। শ্রীমতি বিন্দু সাহু (নী গুপ্ত), স্বামী- শ্রী প্রভাষ কুমার সাহু অশোক ভবন, রঘুনাথ পাড়া, পোস্ট অফিস এবং থানা- টিটিলাগড়, ওডিশা, পিন- ৭৬৭০৩৩। বিবাদীগনদের বিরুদ্ধে দলিল বাতিল ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ২০২১ সালের ৪১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিবাদীগনদের জানানো যাইতেছে যে নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
অরূপ কুমার শী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদারবাবু
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন),
শ্রীরামপুর, হুগলী
২২/০৮/২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে আগষ্ট। ১১ই ভাদ্র। মঙ্গল বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মকর রাশী। অষ্টোত্তরি বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ দিনটির গ্রহ-সংস্থান খুব ভালো নয়। পরিবার স্বজনের মধ্যে বিবাদ। বিতর্ক সামান্য ছোট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তর্ক বিবাদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল তা আজ বাধা পড়বে। ঋণ বিষয়ে ব্যাংকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। আজ সতর্ক থাকা ভালো ফোন কল দ্বারা বিবাদের সৃষ্টি গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যানে মগ্ন থাকুন। বাধা কাটে

বৃষ রাশি : আজ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় ব্যবসায় লাভ প্রাপ্তি। যারা কর্মের আবেদন করছেন কর্মপ্রার্থী তাদের শুভ যোগাযোগের দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন বিবাহে বাধা কেটে যাবে। আজ এক পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। কর্মে প্রশান্তি ।ঊর্ধ্বতন কর্মচারী আপনার ওপর যে কালো নজর দিচ্ছিলেন, আজ তা শুভত্ব পরিণত হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা উচ্চবিদ্যার গবেষণা কাজে রত, তাদের শুভ সুযোগ আসছে। বেসরকারি কর্মে যারা আছেন তাদের নতুন কোন কর্মের নতুন পথের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে

কর্কট রাশি : আজ একজন অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করার পর, কোন বিশেষ বিষয়ের লগ্নী করতে পারেন। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। নতুন বাড়ি ফ্ল্যাট বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের আজ নতুন পথ দেখা যাবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। স্বজন পরিজন নিয়ে ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ১০৮ বিল্বপত্র দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে এবং তিনটি প্রদীপ প্রদলনে সুখ প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আজকের গ্রহ সংস্থান অনুযায়ী যদি ধৈর্য সহ চলেন, তবে শুভ যোগাযোগ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য, বন্ধু বান্ধবের কাছে স্বজনের কাছে আপনি অপমানিত হতে পারেন। বান্ধব স্বজন আপনাকে এড়িয়ে চলবে। প্রতিবেশী আপনাকে এড়িয়ে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য কলহ বিবাদ বিতর্কের কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বার প্রদান করুন তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখবৃদ্ধি।

কন্যা রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি বৃদ্ধি হবে। অর্থ প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা যানবাহনের ব্যবসায়ী, যারা আইন ব্যবসায়ী, যারা পরামর্শদাতা তাদের আজ অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ছোট ভ্রমণের পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশ্বাস করে এগিয়ে চলুন পরিবারের সহযোগিতা আজ পাওয়া যাবে। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : একটি দৈব যোগ, ঐশ্বরিক যোগ, আজ আপনার সাথে থাকবে। যারা বড় ব্যবসা করেন-- তাদের নতুন কোন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থপ্রাপ্তির দিন, সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন ।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা বিষয় এগোতে পারেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা লাভ বান্ধব দ্বারা শান্তির বাতাবরণ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : বেতনভুক কর্মচারী যারা, বেসরকারি বেতনভুক কর্মচারী তাদেরও সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কাজটা এতদিন করতে পারছিলেন না, আজ তা হয়ে পড়বে। বান্ধব পরিজন স্বজনের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দাম্পত্য শান্তি প্রেমিক যুগলের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে ধ্যানে লাভ প্রাপ্তি

ধনু রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান বলছে গৃহ বিবাদ। দাম্পত্য অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে শান্তি নষ্ট। রয়েছে বান্ধব দ্বারা শত্রুতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ বাধা প্রাপ্ত দিন। যারা জমি বাস্ত ভূমির কাজ করেন তাদের আজ বড় চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গ্রহ সংস্থানে আটকে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন ধৈর্য রাখুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার দিন। আজ কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন এবং তা সাফল্যে পরিণত হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। পরিবারের স্বজন আমন্ত্রিত মানুষ হয়ে সম্মান জানাবে আপনাকে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ গৃহবধূদের জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালো ব্রহ্মা-বিষ্ণু মাহেশ উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনায় শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : লেখক শিল্পী সাংবাদিক অভিনেতা সম্মান প্রাপ্তির দিন। আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। আপনার বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধির চাতুর্যে শত্রু পরাজিত হবে। বন্ধু বেশি শত্রুকে আজ চিনতে পারবেন। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজনন করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনা করুন শুভ হবে। যারা বাণিজ্য করেন তাদের নতুন কোন চুক্তি সম্পাদন হতে পারে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন

মীন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। দুই সন্তানের মধ্যে এক সন্তানের কে নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা। চিন্তা থাকবে ছলনাময়ী বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধৈর্য রাখতে হবে ।পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা আজ পাওয়া যাবে না। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা প্রেমিক যুগলের দুশ্চিন্তা গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখ।

(আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রয়ান দিবস। জাতীয় ক্রীড়া দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মানুষের সমর্থনকেই পাশে রেখে এগোতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাগরদিঘির বিধায়ক দল ছাড়লেও মানুষের সমর্থনকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এমনই বার্তা দিলেন প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, 'মমতার থেকে মানুষের মোহমুক্তি শুরু হয়ে গিয়েছে।' এদিন সাগরদিঘির প্রসঙ্গ টেনে অধীর বলেন, 'সাগরদিঘিতে তৃণমূলকে হারিয়ে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা বলবে না। মানুষ শেষ কথা বলবেন।'

এদিন মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে অধীর রঞ্জন জানান, 'নিশ্চিন্তে থাকুন বাংলায় কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছে, কংগ্রেসের পুনরুত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবে না, কংগ্রেসও বলবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিম্মত হয়নি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোর। কারণ শান্তিপূর্ণ ভোট হলে তৃণমূলকে শ্মশানে যেতে হবে।'

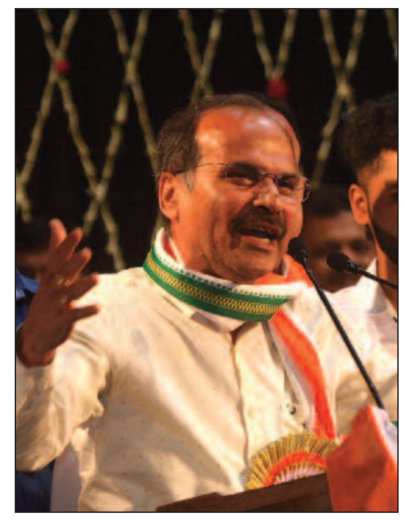

এরই রেশ টেনে অধীররঞ্জন জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর কাছে যোগদানের আবেদন আসছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই ফিরহাদ হাকিমের জামাই যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে। ফিরহাদের জামাইয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি এও জানান, 'এখানকার মন্ত্রীর জামাই ইয়াসর আলি যোগ দিয়েছেন।'

প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে জিতে সাগরদিঘির বিধায়ক হন বায়রন বিশ্বাস। তবে ভোটে জেতার পর পরই তিনি দল বদল করেন। যোগ দেন তৃণমূলে। আর এরপরই রাজ্য কংগ্রেসের তৃণমূল বিরোধিতা আরও তীব্র হয়। বিধায়ক দলবদল করলেও, মানুষের সমর্থন কংগ্রেসের সঙ্গেই তা বোঝাতে মরিয়া তাঁরা। শুধু তাই নয়, জনবলেই বলীয়ান হয়ে এবার তৃণমূল দুর্গেও ফাটল ধরাতে চাইছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন।

এর পাশাপাশি তুলে ধরেন কেন্দ্রে জোট প্রসঙ্গের কথাও। কেন্দ্রে কংগ্রেস, তৃণমূল এক মঞ্চে এসে বিজেপি বিরোধীদের নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোট গড়লেও, বাংলায় যে দোস্তির বদলে কুস্তি'-ই চলবে এদিন অধীরের কথায় স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে প্রদেশ সভাপতির দাবি, 'কংগ্রেসের পুনরুত্থান শুরু হয়েছে বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের পা ধরেছেন।' তাঁর আরও দাবি, বিভিন্ন জায়গা থেকে এবার কংগ্রেস কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হবে, 'বিজেপি বলবে মমতার সঙ্গে কংগ্রেসের মিল হয়ে গেল। মমতার দলের লোক বলবে, কংগ্রেস করে কী হবে, ফিরে এসো। কোনও কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলে যাচ্ছি, আমাদের লড়াই এই পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে। একদিকে বিজেপি আরেকদিকে টিএমসির বিরুদ্ধে।'

শ্রম সংক্রান্ত অপরাধে আর জেল নয়, বিধানসভায় পাশ নয়া বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রম সংক্রান্ত ছোটখোটো অপরাধে আর জেল নয়। মোটা অঙ্কের জরিমানা দিলেই রেহাই পাবে সংস্থার মালিক। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিল (সংশোধনী), ২০২৩ পাশ হল বিধানসভায়। রাজ্যকে আরও শিল্পবান্ধব করে তুলতেই এই সংশোধনী পাশ করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এতদিন শ্রম সংক্রান্ত ছোটখাটো অপরাধে জরিমানার পাশাপাশি সংস্থার কর্তৃপক্ষের কথাই বলা হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ আইনে। কিছু অপরাধের ক্ষেত্রের ৫০০ টাকা জরিমানার পাশাপাশি সংস্থার মালিককে ৩ মাসের জেল খাটতে হত। তবে এই নিয়ম আর থাকছে না। এবার এককালীন ১০ হাজার টাকা দিলেই রেহাই পাবে কর্তৃপক্ষ। যে সব ক্ষেত্রে ১ হাজার টাকা জরিমানার পাশাপাশি ৬ মাসের জেলের নিদান দেওয়া হত এবার সেখানে এককালীন ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিলেই মিলবে রেহাই। শ্রম কল্যাণ আইনে ২ হাজার টাকার জরিমানা বেড়ে হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এই সংশোধনী বিলে শুধু আর্থিক জরিমানা বৃদ্ধি নয়। বদল এসেছে লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ড বা শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের সদস্যদের বেতন সীমাতেও। এতদিন পর্যন্ত মাসিক ১৬০০ টাকা বেতনভোগীরাই বোর্ডের সদস্য হতে পারতেন। এবার সেই বেতনসীমা বাড়িয়ে করা হল ১০ হাজার টাকা।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বলা হয়েছিল, শ্রম আইনে ছোটখাটো অপরাধে জেল তুলে দিয়ে আর্থিক জরিমানা বৃদ্ধি করা হোক। সে কথায় মাথায় রেখেই এবার রাজ্যের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনে বদল আনা হল। উল্লেখ্য, এই সংশোধনী বিলের উপর আরও কিছু সংশোধনী চেয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। অথচ তিনিই এদিন বিল পাশের সময় বিধানসভায় তিনিই ছিলেন গরহাজির। যে কারণে বিজেপি বিধায়ককে তীব্র ভর্ৎসনা করতেও দেখা যায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ছোট যানের রুট নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাস্তায় সরকারি-বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমে যাওয়া রুখতে রাজ্য সরকার রাস্তায় অটো, টোটো, ই-রিক্সার মতো ছোট যানগুলির রুট নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাসের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, কম দূরত্ব যেতে হলে, এখন আর কেউ বাসের ভরসায় থাকেন না। টোটো, অটোর মতো যাত্রিবাহী গাড়ি অলিগলি তো বটেই রাজ্য ও জাতীয় সড়কেও যাত্রী পরিবহণ করছে। এতে বাসে যাত্রী কমছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বাস মালিকরা। এর ফলে অনেক রুটের বাস বন্ধ হয়েছে গিয়েছে। তাই সবদিক বিবেচনা করেই অটো, টোটোর রুট নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পরিবহণ মন্ত্রী লেন, সমস্ত পুরসভা, পুর নিগম ও পঞ্চায়েত সমিতিকে এব্যাপারে নির্দেশিকা পাঠানো হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে অটো, টোটোর মতো যানগুলিকে নির্দিষ্ট রুট তৈরি করতে বলা হয়েছে। যাতে জাতীয় ও রাজ্য সড়ক থেকে সরে যায়। অন্যদিকে, বেসরকারি বাসে ইচ্ছেমতো বাস ভাড়া নেওয়ার প্রবণতায় প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভাড়া বাড়াতে হবে। তবে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত বাস ভাড়া না বাড়ানোর পক্ষেই রয়েছে। বেশি ভাড়ার প্রমাণ-সহ অভিযোগ এলেই সংশ্লিষ্ট বাস মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের দেশে যে মিশ্র অর্থনীতি রয়েছে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ দুটোই চলে।

কথিত, চাঁদসদাগর বেতড়ে নেমে বেতাইচণ্ডীর পুজো করেছিলেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গঙ্গার এপার-অপার কলকাতার ও হাওড়া হলেও হাওড়া আরও প্রাচীন জেলা। ইংরেজদের হাতে ১৮৪৩ সালে এই হাওড়াকে জেলা হিসাবে মান্যতা দেওয়া হলেও হাওড়ার ইতিহাস ৯০০ বছরের পুরনো। অতীতে এই জেলাটি ঐতিহাসিক ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভেনিসের পর্যটক সিজার ফেদারিকি ১৫৬৫-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি ১৫৭৮ সালে লেখা তার বিবরণীতে "Buttor" নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ করেন। তার বিবরণী অনুযায়ী, এই বেতর অঞ্চলে হুগলি নদীর মাধ্যমে জাহাজ যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত ছিল। এই স্থান বাণিজ্যিক বন্দর বলেই সুপরিচিত ছিল। ১৪৯৮ সালে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের লেখা মনসামঙ্গল কাব্যেও বেতড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রায় ৪৫০ বছর আগে সরস্বতী এবং গঙ্গার নদীর মিলিত মোহনায় গড়ে ওঠা এই স্থান বেতবনে ঘেরা ছিল বলে সংস্কৃত শব্দ অনুযায়ী নাম হয়েছিল 'বেত্রধারা'। যা পরবর্তীতে অপভ্রংশ হয়ে বেতড় নামে পরিচিত হয়।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় হুগলির সপ্তগ্রামের প্রায় তিরিশ বছর পর বঙ্গের দ্বিতীয় বন্দরঘাঁটি গড়ে ওঠে হাওড়ার বেতড়ে। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য যাত্রাপথে বেতড়ই ছিল বণিকদের প্রধান বিশ্রামস্থল। বাণিজ্যস্থলের পাশাপাশি ধর্মস্থল বলেও বেতড় প্রশিদ্ধ ছিল। আর অতীতে বেতড়ের অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবীকে বেতাইচণ্ডী নামেই পূজা করা হত। সেই অতীত কাল থেকে হাওড়ার বেতড়ে আজও বিদ্যমান মা বেতাইচণ্ডীর মন্দির। শিবপুরের দক্ষিণদিকে শালিমারের নিকট জিটি রোড এবং আন্দুল রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই মন্দির। অতীতে সপ্তগ্রাম থেকে সাগরসঙ্গমে বাণিজ্য যাত্রাপথে চাঁদসদাগর বেতড়ে নেমে বেতাইচণ্ডীর পুজো করেছিলেন। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসা বিজয়' কাব্যে এর বর্ণনা আছে-

'ডাহিনে কোতরং কামারহাটি বামে।
পূবেতে আড়িয়াদহ ঘুসুরি পশ্চিমে।।
তাহার পূর্বকূল বাহি এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা।'

কথিত রয়েছে, প্রায় ৪৫০ বছর পূর্বে শেওড়াফুলির এক রাজা জঙ্গলের মধ্যে দেবীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। শিবপুরের ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেনের হালদারদের দেবীর পূজারী হিসাবে নিয়োগ করেন। অন্য মতে, শিবপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের হাত ধরেই বেতাইচণ্ডীর বিগ্রহ স্থাপিত হয়। তাঁরাই প্রথম দেবীর মুখমন্ডল বেতবনে কুড়িয়ে পান। সেইজন্য রায়চৌধুরী বাড়ির দূর্গা প্রতিমা বিসর্জনের আগে প্রতিমার মাথা থেকে রাংতার মুকুট খুলে বেতাইচণ্ডীর মাথায় পড়িয়ে দেওয়া হয়। এই রীতি আজও বর্তমান।

দেবীর পশ্চিমমুখী পাকা মন্দির পূর্বে মাটির, খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি হলেও ১৯০২ সালে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। গর্ভগৃহে পাথরের দেবী বিগ্রহ মুখমন্ডলটি ছাড়া বাকি অংশ কাপড়ে ঢাকা। মুখমন্ডলের চোখ, মুখ, নাক, টিপ, নথ, টিকলি এবং মুকুট সোনার। সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে দেবীর তিনবার নিত্যপুজো হয়। সকালে চালের নৈবেদ্য, ফল এবং মিষ্টান্ন। দুপরে অন্নভোগ, ভাজা, তরকারি, মাছ চাটনী এবং খিচুড়ি, আর রাত্রে শীতলভোগ দিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়। শারদীয়া দুর্গাপুজোর চার দিন বেতাইচণ্ডীর বাৎসরিক পুজো হয়। বছরের বিপত্তারিনী ব্রত, জগদ্ধাত্রী পুজো, চড়ক সংক্রান্তি এবং পয়লা বৈশাখে বিশেষ পুজো সম্পন্ন হয়ে থাকে।

যদিও সময়ের পরিবর্তনে সতেরো শতকের মাঝামাঝি সরস্বতী নদী থেকে রূপনারায়ণ এবং আদিগঙ্গা আলাদা হয়ে যাওয়াতে বেতড় বন্দরের অবিলুপ্তি ঘটে। উনিশ শতকে হুগলি জেলার দক্ষিণাংশ ভেঙে ব্রিটিশরা নতুন হাওড়া জেলা তৈরি করলে জলা-জঙ্গল, খানা-খন্দ ভরাট করে তৈরি হয় বর্তমানের হাওড়া শহর ।তৈরি হয় হাওড়া কর্পোরেশন।

অতীতের বেতবন কংক্রিটের চাদরে চাপা পড়লেও সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আজও নিজের স্থানে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন বেতড়ের অধিষ্ঠার্থী দেবী মা বেতাইচণ্ডী।

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় ঋণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একাংশের ব্যাংকের অনীহা ও টালবাহানা করছে। দ্রুত ওই সব ব্যাংকের সঙ্গে তৃণমূল স্তরে আলোচনা করে সমস্যা মেটাতে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক গুলির অনীহা নিয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে । রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যাংকের শাখায় ওই ক্রেডিট কার্ড বা অনুমোদন পত্র নিয়ে যাওয়ার পর তারা ঋণের টাকা দিতে চাইছে না।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে 'মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামাজিক দায়বদ্ধতা সুন্দরভাবে পালনের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে 'মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হল। গত ২৬ অগাস্ট ২০২৩ মাদার টেরেসার ১১৩তম জন্মদিনে দুবাইয়ের কনরাড হোটেলে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এই ঐতিহ্যশালী জুয়েলারি সংস্থার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৯ অগস্ট ১১ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার

যাদবপুর নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করে হাইকোর্টের তোপে বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দুকে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার হাইকোর্টের তোপের মুখে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার শুনানির জন্য সেই মামলা আদালতে উঠতেই মেজাজ হারান প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সরাসরি বিরোধী দলনেতাকে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন তিনি। জানান, মালা প্রত্যাহার না করলে তিনিই তা খারিজ করবেন।

যাদবপুর কাণ্ডে আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর মদ-গাঁজার আসর বসে, এমনকী মাদক পাচার করা হয় বলেও দাবি করেছিলেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই গাঁজা চাষ হয়। সেই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি তুলে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। দাবি করেছিলেন, আরএসএফ (রেভলিউশনারি স্টুডেন্ট ফেডারেশন) নামে একটি সংগঠন রাজ্যের এই নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় রয়েছে।

সেই দলের সমর্থকরাই তাঁর উপর চড়াও হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সোমবার সেই মামলার বিষয়বস্তু শোনার পরই রেগে ওঠেন বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

তিনি সাফ জানান, এই নিয়ে ইতিমধ্যেই অজস্র মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্তও করছে। ফের নতুন করে মামলা দায়ের করা হলে মূল বিষয়টিই হারিয়ে যাবে। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সংবাদপত্রে বেরোনো খবর পরে মুহূর্মুহু মামলা দায়ের করা হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে। প্রশ্ন তোলা হয়, মামলাকারী কি আদৌ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন!

এরপরেই প্রধান বিচারপতি সরাসরি মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বলেন শুভেন্দু অধিকারীকে। জানান, অন্যথায় তিনি নিজেই এই মামলা খারিজ করে দেবেন।

এরপর বিরোধী দলনেতা মামলা প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার সেকথা জানিয়েও দেন। তারপরে প্রধান বিচারপতি এই সংক্রান্ত বাকি সব সমস্ত জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দেন।

পঞ্চায়েত মামলার নিষ্পত্তিতে শনিবার ভিডিও ফুটেজ দেখতে চান বিচারপতি সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে প্রায় দেড় মাস। এদিকে প্রায় দেড় মাস কেটে গেলেও কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলার নিষ্পত্তি হয়নি এখনও। প্রায় প্রতিদিনই চলছে শুনানি। কোনও মামলা হয়েছে ব্যালট নিয়ে আবার কোথাও ইস্যু গণনা কেন্দ্রে গন্ডগোল। তবে এবার এই সব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চাইছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আর সেই কারণেই এবার এই বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে চাইলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

আদালত সূত্রে খবর, আগামী শনিবার ওই সব ফুটেজ দেখবেন বিচারপতি। সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, সোমবার শুনানি চলাকালীন এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সোমবারও এদিনও

একাধিক পঞ্চায়েত সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল তাঁর বেঞ্চে। যে সব জায়গায় বুথ ও গণনা কেন্দ্রে গন্ডগোল, ব্যালট ছিনতাই, ব্যালট বাক্স লুঠ বা মারামারি-র মতো অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলির নিষ্পত্তি করতেই সব সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে চায় আদালত। রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসে সে সব ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা সেগুলি এজলাসে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও ব্যতিক্রমী ভাবেই সেই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর, শনিবার দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদিন সব পক্ষের আইনজীবীদের উপস্থিতিতেই ওই ফুটেজ দেখতে চান তিনি। বিচারপতির মন্তব্য, বেশ কিছু মামলা আছে যার রায় দিতে হলে ওই সব ফুটেজ দেখা জরুরি। তাই শনিবার বেলা ১১ টা থেকে টানা এই মামলাগুলির জন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এত বেশি মামলায় বিরক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ মামলা ছাড়া আর কিছু শোনা হবে না।

মেচাপোলের কাছে ইটভাটার আড়ালে আরও এক বেআইনি বাজি কারখানা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইন আছে খাতায় -কলমে। নিয়মও আছে। কিন্তু সব সময় তা মানছে কে?

এগরা, বজবজের পর দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হতেই এ নিয়ে সকলের টনক নড়েছে। 'বেআইনি' ভাবে পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনেই বাজি কারখানা চলছিল এমনটাই সামনে এসেছে।

রবিবার সকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল দত্তপুকুরের মোচপোল গ্রাম। তা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে আলোচনা। সেই বিস্ফোরণস্হলের এক কিলোমিটারের মধ্যে খোঁজ মিলল আরও একটি 'বেআইনি বাজি' কারখানার। অভিযোগ, মোচপোল গ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বেরুনান পাকুড়িয়া গ্রামের এই কারখানায় ইটভাটার আড়ালে রমরমিয়ে 'বাজি' তৈরি করা হত। দামি দামি যন্ত্র দিয়ে মেশানো হত বাজির মশলা।

স্থানীয়দের দাবি, এই কারখানায় যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের বেশির ভাগই মুর্শিদাবাদের শ্রমিক। বাইরে থেকে গাড়ি করে 'বাজি' তৈরির জন্য আনা হত তাঁদের। শ্রমিকেরা স্থানীয় মেসে ভাড়া থাকতেন। এই কারখানার মালিক কে, সে সম্পর্কে অবহিত নন স্থানীয়েরা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মালিকের বাড়ি পাশেরই এক গ্রামে। আবার অন্য এক অংশের দাবি, শ্রমিকদের মতো মালিকের বাড়িও মুর্শিদাবাদে।

(প্রতীকি ছবি)

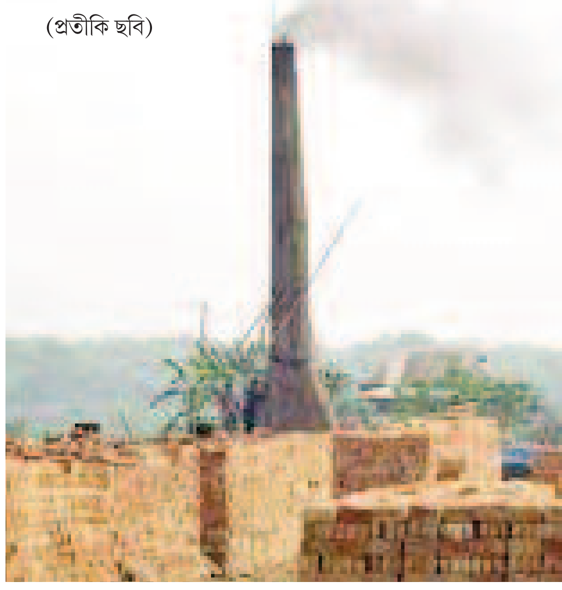

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারের বিস্ফোরণকাণ্ডের পর ওই কারখানার শ্রমিকেরা 'উধাও'। রাতারাতি কারখানা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। ইটভাটার আড়ালে অবৈধ 'বাজি' তৈরির কারখানার খবর পেয়ে সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা এই কারখানার একাংশে ভাঙচুর চালান। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই কারখানায় 'বাজি' তৈরির পাশাপাশি 'বাজি' নিয়ে গবেষণাও চলত। রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে ভেসে আসত বারুদ এবং রাসায়নিকের ঝাঁঝালো গন্ধ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার আশপাশে এই ধরনের আরও অবৈধ কারখানা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে বাজি কারখানার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর এলাকার মোচপোল গ্রাম। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ন'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ১০ জন। রবিবারের বিস্ফোরণের রেশ দেখা গিয়েছে সোমবারও। সোমবার সকালেও দুর্ঘটনাস্থল থেকে দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে।

ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কৌস্তভ বাগচিকে নিয়ে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেওয়াজের বদল হল না। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতিবারই কোনও না কোনও গন্ডগোলের ঘটনা সামনে আসে। এবারও তার বদল হল না। মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল দলেরই অন্য একটি অংশের বিরুদ্ধে। সোমবার ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে কৌস্তভ মহাজাতি সদনে ঢুকতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয় সেখানে। কৌস্তভের অনুগামীদের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, সোমবার ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কৌস্তভকে। অভিযোগ, গেটেই তাঁকে প্রথমে আটকে দেওয়া হয়।এরপরই গেটের সামনে চিৎকার শুরু করেন কৌস্তভ। তারস্বরে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন, 'আমি কি দলের বাইরে? আমি কি কংগ্রেসের বাইরে?' সঙ্গে এ দাবিও করেন, 'আমি কংগ্রেসের স্বার্থে লড়ছি।'

কৌস্তভ সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'এখানে আমাদের ছেলেদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে। দিনের পর দিন এই অপমান চলতে পারে না। আমি

দলের বাইরে নই। দল থেকে আমাকে তাড়ানোর জন্য, আমি এখানে থেকে তৃণমূল বিরোধী আওয়াজ তুলি বলে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।'

এরই পাশাপাশি কৌস্তভ এ দাবিও করেন, দলের মধ্যে তৃণমূলের কিছু 'দালাল' রয়েছে। দলে থেকে দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে বলেও দাবি করেন কৌস্তভ। এ জিনিস তিনি চলতে দেবেন না বলেও মন্তব্য করেন। এই বিষয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিবারই চিৎকার হয়। এবারও হয়েছে। প্রতিবারই থামিয়ে দিই, এবারও দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, ' আমি কী জানি এগুলোর, ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে এসেছি। কে কোথাকার এসব জানা নেই আমার।'

সিআইডি-র তলবে ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড়ে ভোট হিংসার ঘটনায় সোমবার ভবানী ভবনে নওশাদ সিদ্দিকীকে তলব করল রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি। গত ১৬ জুন কাশীপুর থানার একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই তদন্ত শুরু করে সিআইডি। সেই সূত্রেই এদিন তলব করা হয় নওশাদ সিদ্দিকীকে।প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চলে ভাঙড়ে। চলে গুলি। বোমাও পড়ে অগুন্তি। তারই জেরে মৃত্যুও হয় সাধারণ মানুষে থেকে আমজনতারও। এরপরই এই ভোট হিংসায় হানাহানির ঘটনায় তদন্তভার নেয় সিআইডি। এই ঘটনায় আইএসএফের একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হয়েছে।অনেকে গ্রেফতারও হয়েছেন।এদিকে সিআইডি-র এই তলবে সাড়া দিয়ে এদিন দুপুরেই সিআইডির অফিসে যান নওশাদ।

সিআইডি জিজ্ঞাসাবাদের ঘণ্টাখানেক পর ভবানীভবন থেকে বেরিয়ে নওশাদ জানান, 'পঞ্চায়েত ভোটের সময় একাধিক হিংসার ঘটনায় আমরা মামলা দায়ের করেছিলাম। সেগুলির ক্ষেত্রে পুলিশের সদিচ্ছা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ মিথ্যে মামলায় হয়রানি করার চেষ্টা চলছে। তবে এসবে আমি ভয় পাই না।'

প্রসঙ্গত, কাশীপুর থানায় যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেখানে নওশাদের নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা নওশাদের কাছে মূলত জানতে চান, পঞ্চায়েত ভোটে ভাঙড়ে নওশাদের ভূমিকা কী ছিল, তাঁর দলের ভূমিকাই বা কী ছিল।এছড়াও ধৃতদের সঙ্গে নওশাদের যোগাযোগ কেমন সমস্ত উত্তরই জানার চেষ্টা করবে সিআইডি, দাবি সূত্রের।

এখানে বলতেই হয়, পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বারবার হিংসার ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল অশান্তি হয় সেখানে। মারামারি, গুলি, বোমায় অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। এরপর যত নির্বাচনের দিন এগিয়ে এসেছে, ততই অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে। তবে মনোনয়নপর্বে অশান্তি নিয়ে কাশীপুর থানায় এক অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন তলব করা হয় নওশাদকে। সূত্রের খবর, রাজু নস্কর খুনের মামলায় এই তলব। নওশাদ সিদ্দিকী-সহ ৬৮ জনের নামে দায়ের হয় অভিযোগ।

বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘে উদ্ধার প্রবীণ সন্ন্যাসীর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘে উদ্ধার হল প্রবীণ সন্ন্যাসীর ঝুলন্ত দেহ। সোমবার ভোরে মঙ্গল আরতি সেরে ফিরে এমন দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন বাকি সন্ন্যাসীরা। ঘরের সামনে গ্রিল থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্বামী শুভরূপা নন্দ ওরফে প্রদ্যোৎ মহারাজকে এমন অবস্থায় দেখতে হবে তা ভাবতেও পারেননি কেউ। প্রায় ৫০ বছর ধরে ভারত সেবাশ্রম সংঘে ছিলেন তিনি।

প্রবীণ মহারাজের এমন মৃত্যু ঘিরে থমথমে পরিবেশ সেখানে। সন্ন্যাসীরা জানাচ্ছেন, ভোরবেলা মঙ্গল আরতির জন্য সকলে মন্দিরে গিয়েছিলেন। প্রবীণ সন্ন্যাসী ঘরেই ছিলেন। গত কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। সকলে ফিরে এসে দেখেন এই দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নামিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। প্রদ্যোৎ মহারাজের শরীরে তখন প্রাণ ছিল না। প্রাথমিকভাবে এটা আত্মহত্যা বলেই সংঘের অন্যান্যদের অনুমান। তবে সন্ন্যাসী মহারাজ এমন

কাজ কেন করলেন তা নিয়েই প্রশ্ন। সাধারণত, সন্ন্যাসী বা আধ্যাত্মিকতার জগতের মানুষদের সুখ-দঃখ বাইরের প্রভাবে তুলনায় কম বিচলিত করে। মনকে তাঁরা সেভাবেই প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। বাঁকুড়ার বাসিন্দা প্রদ্যোৎ মহারাজ। দীর্ঘ সময় ভারত সেবাশ্রম সংঘে কাটিয়েছেন।

সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিন। রাতে তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। ইনসমনিয়া ভুগছিলেন। সেই সঙ্গেই বলতেন মন ভাল নেই। রাতে হাঁটতেন। চরম অবসাদ থেকেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অনুমান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের।

প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর নেপথ্যে কী কারণ থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিপিএমের স্মারকলিপি দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ১১ দফা দাবিতে সিপিএমের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসুচি ঘিরে সোমবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়াল ভাটপাড়া পুরসভায়। অস্থায়ী কর্মচারীদের পুরো মাস কাজ, পেনশন ভোগীদের বকেয়া পেনশন মেটানো, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরন, মুক্তারপুর শ্মশান ঘাট চালু-সহ ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে পুরসভার গেটে সিপিএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির ডাকে এদিন সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভা শেষে পুরসভায় ঢুকতে গেলে সিপিএম কর্মীদের গেটে

আটকে দেয় ভাটপাড়া থানার পুলিশ। সেই বাধা সরিয়ে জোর করে চেয়ারপার্সনের ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। ফের তাদের র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশবাহিনী আটকে দেয়। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ও ধস্তাধস্তি হয়। তারপর ছয় জনের প্রতিনিধি দল গিয়ে চেয়ারপার্সনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। এদিনের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য গার্গী চট্টোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য রঞ্জিত মণ্ডল ও সোমনাথ সরকার, ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ রায়, এরিয়া কমিটির সদস্য অভি কর প্রমুখ।

টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে গাইলেন রাজন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝাঁঝালো বক্তৃতা নয়, বরং সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষেদর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে রাজন্যা হালদারের সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনলেন সকলে। ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে রাজন্যার বক্তৃতা সকলের নজর কেড়েছিল। তবে এদিন একেবারে অন্য ভূমিকায় দেখা গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড দ্বিতীয় বর্ষের এই পড়ুয়াকে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশের শুরুতে গান পরিবেশন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি 'জয়ী' ব্যান্ডের সদস্যরা। রাজন্যাও সেই বাংলা ব্যান্ডের অন্যতম সক্রিয় সদস্য। বাকি ব্যান্ড সদস্যদের সঙ্গে এদিন টিএমসিপি-র সভা মঞ্চে গান করেন রাজন্যা।

প্রসঙ্গত, গত ২০২৩-র ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের মঞ্চে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রেখে নজরে আসেন টিএমসিপি নেত্রী রাজন্যা হালদার। তৃণমূলের মেগা ইভেন্টের মঞ্চ থেকে উল্কার গতিতে উত্থান হয় সোনারপুরের বাসিন্দা এই তরুণীর। এরপর একাধিক দলীয় কর্মসূচিতে

প্রথমসারিতে দেখা গিয়েছে রাজন্যাকে। সাম্প্রতিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনায় টিএমসিপি-র বিক্ষোভ-আন্দোলনের সামনের সারিতেই ছিলেন এই তরুণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নব গঠিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয় রাজন্যাকে। এরও আগে যখন কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে চলতি বছর মার্চ মাসে ধর্মতলার রেড রোডে ধরনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও উপস্থিত ছিলেন। রাজন্যাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ধরনা চলকালীন তাঁদের গান-গিটার শুনে মুগ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশেই তৈরি হয় 'জয়ী' বাংলা ব্যান্ড। একাধিক সরকার অনুষ্ঠানেও এই বাংলা ব্যান্ডকে গান গাইতেও দেখা যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যায় ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানো সহ একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিতে যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। রেজিস্ট্রারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় এসএফআই, এআইএসএ, এআইডিএসও-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে টিএমসিপি যে স্মারকলিপি জমা দিতে যাচ্ছিল তাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই বাধা দেওযার ঘটনায় রাজন্যাসহ একাধিক টিএমসিপি নেতা-কর্মীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। এরপরই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় টিএমসিপি নেত্রীকে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি করা হয় রাজন্যাকে।

ভাটপাড়ায় চলল গুলি, গুরুতর জখম এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের গুলি চলল ভাটপাড়ায়। সোমবার বিকেলের ঘটনা। গুলিবিদ্ধ যুবক শিবকুমার বেহারা ওরফে বিকাশকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত যুবক ভাটপাড়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়া জুটমিল লাইনের বাসিন্দা। ওই যুবক কাঁকিনাড়া জুটমিলের শ্রমিকের শ্রমিক। আক্রান্তের বাবা রাজু বেহারা বলেন, 'এদিন বিকেলে তাঁর ছেলে মহল্লায় ঘোরাঘুরি করছিল। তিনি জুটমিলে কাজ করছিলেন। ছেলেকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে এসেছি।' রাজুর অভিযোগ, এলাকা থেকে তাঁর ছেলেকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করেছে। সূত্র বলছে, ৩৪ নম্বর

ওয়ার্ডের ফকির পাড়ায় যাবার রাস্তায় কেউটিয়া বাজার পাড়ায় একটা দুর্গা মন্দিরের কাছে ওকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। দুটো গুলি লাগে তাঁর ডান পায়ে এবং আরেকটি গুলি লাগে তাঁর বাঁ পায়ে। আক্রান্তের দিদি জানান, একমাস আগে বাড়ির কাছে পাঁচ নম্বর রেলওয়ে সাইডিংয়ে কাঁকিনাড়ার ১২ নম্বর গলির যুবকেরা এসে ঝামেলা করেছিল। সেই ঝামেলায় তাঁর ভাইয়ের নামও জড়িয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, পুরনো ঘটনার বদলা নিতেই এদিন ১২ নম্বর গলির ছেলেরাই ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করেছে। তবে কী কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশের অনুমান, পুরানো কোনও ঝামেলার জেরেই এই ঘটনা। ঘটনায় জড়িতদের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

শুধু নাম নয়, জানতে হবে তাদের চিন্তাধারাও

অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এই দুই নোবেল প্রাপকের ভাবনা সম্পর্কে জানার অধিকার শুধু অর্থনীতির ছাত্রছাত্রী নয়, সাধারণ মানুষেরও আছে। সাধারণ মানুষের জন্য এঁদের যে মঙ্গলভাবনা, তা তো খেটেখাওয়া মানুষেরা জানেনেই না। এঁরা কে, উন্নয়ন কী, তা অনেকের ধারণার বাইরে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরাও কি সবটা বোঝেন? দরকার এঁদের চিন্তাভাবনা সোজাসাপ্টা ভাষায় বলা। অর্থনীতির গূঢ় তত্ত্ব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো। কাজটা মাস্টারমশায়দেরই।

অমর্ত্য সেনের বইগুলো পড়লে বোঝা যায়, কতটা সমাজ বদলের সম্ভাবনা সেখানে রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর মূল্যবান নীতির প্রয়োগ কথা। দারিদ্র, সামাজিক বঞ্চনা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা; সবই তাঁর আলোচনায় আসে। তাঁর উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা গ্রন্থে তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, তরুণ বেকারদের বেকারভাতা দেওয়া হলে তা তাঁদের বেকারত্বের জ্বালা উপশম করে ঠিকই, কিন্তু এই সাহায্য অন্য কোনও বঞ্চনাও ডেকে আনতে পারে। যেমন, আত্মবিশ্বাসের অভাব, মানসিক ক্ষতি, কাজে অনুৎসাহ, রোগ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নারীশিক্ষা এবং নারীদের কর্মসংস্থান হলে যে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ হবে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে, সে কথা তিনি প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়েছেন। মূল্যবোধ, যা আজ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে, তার উপরে তিনি জোর দিয়েছেন, এবং বলেছেন যে, মূল্যবোধের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। যে ভঙ্গিমায় তিনি তাঁর ভাবনাগুলো বলেন, মনে হয় তিনি যেন আমাদের অভিভাবক। আন্তর্জাতিক আঙিনায় তাঁর অনায়াস বিচরণ, রাষ্ট্রপুঞ্জ তাঁর মঙ্গলভাবনার দ্বারা প্রভূত উপকৃত। কিন্তু যাঁদের জন্য তাঁর ভাবনা, তাঁরা কেমন করে জানবেন? তাঁর মূল্যবান বিশ্লেষণ সবার জানা দরকার। যখন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় আর এস্থার ডুফলো তাঁদের পুয়োর ইকনমিক্স গ্রন্থে বলেন, যে অঞ্চলে যত বেশি স্কুল, সেই অঞ্চলে তত বেশি উন্নয়ন; এর থেকে সোজা আর কী হতে পারে? তাই এঁদের রচনা পাঠ্যক্রমে আনা উচিত, এবং তা স্কুলস্তর থেকেই।

জন্মদিন

আজকের দিন

ধ্যানচাঁদ

১৯০৫ *হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামকৃষ্ণ হেগড়ের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতম পোড়েলের জন্মদিন।*

দূর করুন 'ইচ্ছামৃত্যু'র রাহুগ্রাস

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

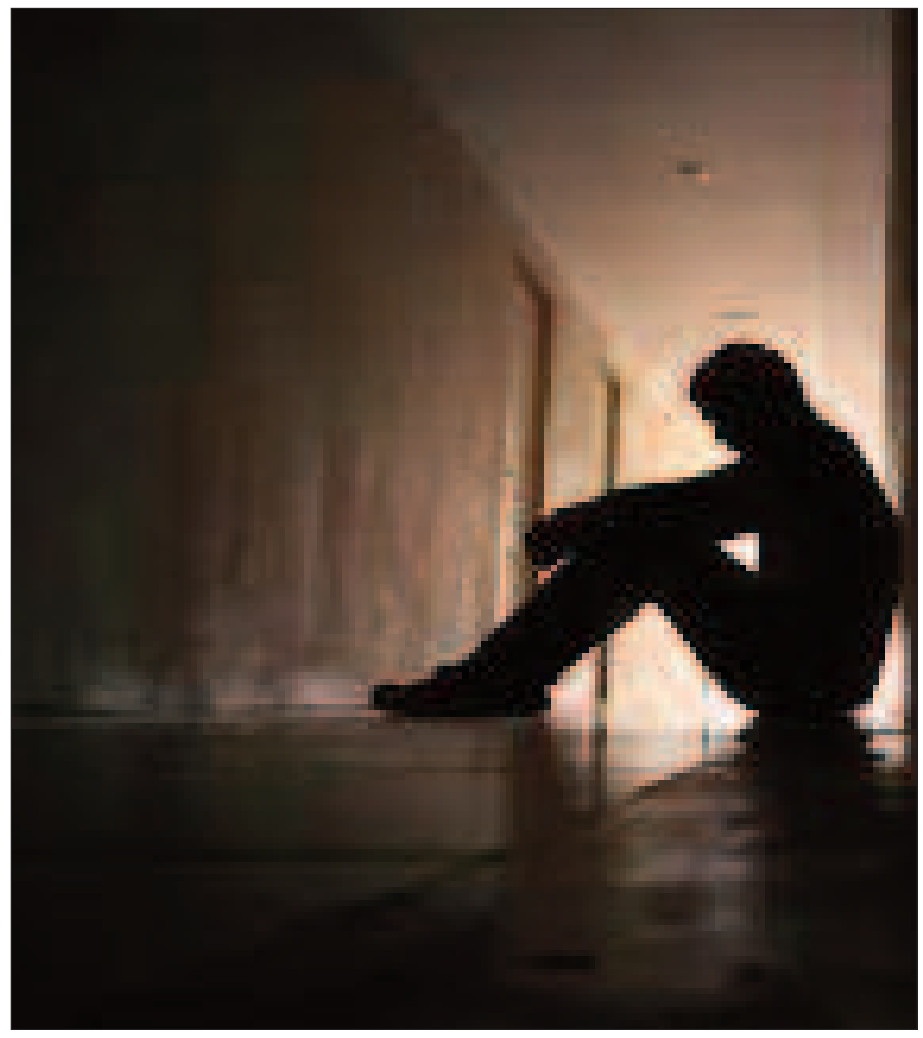

আমাদের দেশে 'ইচ্ছামৃত্যু' বৈধ নয়। ধরুন কেউ ভাবছেন 'আমার দ্বারা কিছু হবে না', 'আমার বেঁচে থেকে কি লাভ', কিম্বা 'আমার জীবনে কিছু ভালো লাগে না' — এই সব 'মন্দ' ধারনা থেকেই জন্ম নেয় অবসাদের। ডাক্তাররা বলছেন এই অবসাদ থেকে জন্য নেই 'ইচ্ছামৃত্যু' বা আত্মহত্যা। এ বড়ো মারাত্বক ব্যাপার। 'হু' (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) বলছে আমাদের দেশে প্রতিবছর মৃত্যু হয় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের। এর মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যাটা প্রবল। ভুল বললাম। বরং আত্মহত্যার সংখ্যাটা অনেক বেশি। সামাজিক, অবস্থানগত কারণে অবসাদে ভোগেন অনেকেই। পারিবারিক অশান্তির জের, মেধাবী হওয়া সত্বেও যোগ্য জায়গায় চাকরি না পাওয়া, আর্থিক সংকট, কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা ইত্যাদি নানান কারণে মানুষিক অবসাদ এসে পরে। এ জন্যেই দেখা যায় আত্মহত্যার প্রবণতা। আজকাল অনেক বয়স্ক ব্যাক্তির মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আবার অনেক বাড়িতে আত্মহত্যার একটা ট্রেন্ডও দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে একই বাড়িতে পর পর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। আবার ক্যান্সার, এইচ আই ভি প্রজেটিভ মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রে ভাবেন — আর জীবনে আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। সুতরাং সহজেই আত্মহত্যার পথই বেছে নেন।

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আত্মহত্যার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বরং শেষ চার বছরে আত্মহত্যার প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গে এত বেশি যে এই রাজ্যকে আত্মহত্যা প্রবন অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যুবক যুবতীদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যাটি বেশি। কারণ হিসাবে বলা যায় একটা হতাশা বা অবসাদ। যার পেছনে আরও বড়ো কারণ হলো আর্থিক অনিশ্চয়তা, প্রেমে আঘাত, পরকীয়া, সন্দেহ ইত্যাদি। তবে এটা একটা লেবেলে হয়। কিন্তু আমরা যদি এর সুলুক সন্ধানে যায় তবে দেখতে পাবো এ ছাড়াও আছে অনেক বিচিত্র ঘটনা। তবে চলুন আর দেরি না করে সেই পথে ঘুরে আসি। অনেকে বলবেন — পারিবারিক পরিবেশের কথা। মানে পরিবারে সিনিয়র সদস্যদের যদি কোনো ট্রেন্ড উগ্রতার, ক্ষিপ্রতার, অল্পতে না মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিবারে অশান্তি চরমে পৌঁছায়। আর এই অশান্তি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা আত্মহত্যার সহজ পথে রূপান্তর হয়। আবার আবেগ যদি না কন্ট্রোল করা যায় তবে কম বয়সে খুব বড়ো স্টেপ নিয়ে ফেলে অনেকেই। যেমন স্কুলের রেজাল্ট প্রত্যাশা মত না হওয়াতে একটা আবেগ কাজ করে হতাশার। একই ভাবে মাধ্যমিকের ফলাফল আশানুরূপ না হওয়াতে ছাত্র ছাত্রী কোনো ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে। হয়তো সে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ও তা ঘটে থাকে। তবে এর থেকে মুক্তি কোথায়? অবশ্যই এর থেকে মুক্তির উপায় আছে। প্রথমেই বলবো পারিবারিক পরিবেশের কথা। ভালো শিক্ষা,পজেটিভ শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে হবে। স্কুলের পরিবেশও অত্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষায় গড়ে ওঠা প্রয়োজন।একটা নিয়মাবর্তিতা মেনটেন করা খুব জরুরী। অর্থাৎ তুমি যেটা করতে পারো তুমি সেটাই করো। আমি তোমায় কোনো কিছু চাপাবো না। জোর করে তো অবশ্যই নয়। আর কখনো কোনো বিরাট প্রত্যাশা আগে থেকে না করাই ভালো। মানে যার যা ক্যাপাসিটি থাকে, তার উপরে প্রত্যাশা না করায় ভালো।

জীবনটা জানবেন অনেক বড়ো। অনেক কিছু করার থাকে, অনেক কিছু বলার থাকে, অনেক কিছু প্রমাণ করার থাকে। আপনি যা পারেন অনেকেই তা পারেন না। আপনি নিজেকে তৈরি রাখুন যে, কোনরকম ভুল পথ আপনাকে ছুঁতে না পারে। আপনি জানবেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর বাইরেও একটা জগৎ আছে। আপনি পরিবারের সাথে বেশি মিশুন। আপনি পরিবেশের সাথে বেশি মানিয়ে চলুন। আপনি বেশি করে সোশ্যাল হন। আপনার পছন্দের মানুষজনের সাথে কথা বলুন। আপনার মত বিনিময় করুন। জানুন — কোনটা ভালো; কোনটা মন্দ। আপনি যে কাজ করছেন তার মধ্যে নিজের আনন্দ খুঁজে নিন। ভালোটা গ্রহণ করুন, মন্দ থেকে দূরে থাকুন। ছোটখাটো এবং ছোটো ছোটো কাজে নিজের আনন্দকে খুঁজে নিন। আপনি শপদ নিন যে — আমাকে ভালো থাকতেই হবে, আমি কোনো হতাশায় ভুগবো না। আপনি আশেপাশের এমন মানুষজনকে দেখুন যে সত্যিকারেই অসুবিধায় আছে। তার থেকে শিক্ষা নিন। দেখুন তাকে। ভাবুন সে তার প্রকৃত অসুবিধা সত্বেও কি ভাবে তা সহজেই কাটিয়ে উঠছে। তাই উনি পারলে আপনি পারবেন না কেন? পারিবারিক ও সামাজিক — অনুষ্ঠানে যোগদান করুন। মিশুন। যাকে বিশ্বাস করেন,তাকে মনের কথা খুলে বলুন। কোনো হীনমন্যতা রাখবেন না। জানবেন যা হচ্ছে তা ভালো হচ্ছে, আর যা হবে তাও ভালো হবে।

সাফল্য ব্যর্থতা জীবনেরই অঙ্গ। অনেকটা সুখ দুঃখের মত। কারো সাফল্য তাড়াতাড়ি আসে, কারো পরে। তবে আসে। আসেই। ধৈর্য রাখতে হবে। নিজের কাজটা সততার সঙ্গে করে যেতে হবে, আর কোনো ভাবেই ভেঙে পড়লে চলবে না। সময় সব কিছু ঠিক করে দেয়। আর হতাশা থেকে দূরে রাখতে হলে মন খুলে কথা বলুন। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, প্রিয়জন সকলের সাথে মনের কথা খুলে বলুন। যদি তাতেও অসুবিধা হয় তবে মনোবিদের কাছে যান। বলুন আপনার সমস্যার কথা। তিনিই আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে। আমি ভালো আছি থাকবো, আমার ভালো থাকাতে কেউ আটকাতে পারবে না — এই ভাবধারায় নিজেকে দীক্ষিত করুন। আপনি কাউন্সিলে যেতে পারেন। আপনি এই কথাটা শুনে আঁতকে উঠবেন না। মনে করবেন না — আমি কি পাগল যে আমার কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন আছে। এ ধারণা মারাত্বক ভুল। আপনি আপনার প্রয়োজনে যাচ্ছেন। তারা আপনাকে ভালোভাবে রাখার ও থাকার পরামর্শ দেবেন। এর সঙ্গে পাগল হলে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ছাড়াও আপনি কোনো মনোবিদের সাহায্য নিতে পারেন। অনেকেই আছেন যারা একবার সুইসাইড ট্রায়াল দিতে চান। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে বছর দুই-আড়াই আগে হাওড়া ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কথা। আপনাদের নিশ্চই মনে আছে শর্ট ফিল্ম করার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে সেলফোনে ছবি তোলার ঘটনা, কিংবা বাঘের গলার মালা পড়ানোর ঘটনা, মেট্রো রেলে আকছার ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু অকালে প্রাণ চলে গেছে। সুতরাং ট্রায়াল এর চিন্তা একেবারে মাথায় আনবেন না। এই করে গঙ্গায় বহু প্রাণ গেছে। রেল, মেট্রো, পাহাড় , সমুদ্র সর্বত্রই বয়স কম তাই সাহস বেশি এই ঝোঁকে বহু প্রাণ গেছে। তাই কোনো কাজে বেশি ঝুঁকি, ফেমাসিটি, অতিরিক্ত হতাশা কে অধিক প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে বলি আমাদের রাজ্যে লাইফলাইন ফাউন্ডেশান অত্যন্ত সুন্দর কাজ করে চলেছে। বেশ কিছু মনোবিদ করে থাকেন। আমরা চরম হতাশায় বা অবসাদে তাদের সহযোগিতা নিতে পারি।

সবশেষে বলি, মনে রাখতে হবে আত্মহত্যা আর আত্মত্যাগ এক বিষয় নয়। যেমন ধরুন কোনো একজন সোলজার দেশের সম্মান রক্ষার কাজ করতে গিয়ে উনি জেনেবুঝে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হলেন। তবে কি তিনি আত্মহত্যা করলেন? অবশ্যই নয়। তিনি করলেন আত্মত্যাগ। আবার ধরুন কাউকে বাঁচাতে গিয়ে কারো প্রাণ গেল — সেটা কি আত্মহত্যা হলো? অবশ্যই নয়। তিনি নিজের জীবন পরোয়া না করে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে গেছেন এবং মারাও গেলেন। সুতরাং তিনি আত্মহত্যা করেন নি, করেছেন আত্মত্যাগ। এখন আমাকে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে যাদবপুর কান্ড তবে কি? একটি ছেলে যাদবপুর হোস্টেলের ছাদ থেকে উলংগ অবস্থায় পড়ে মারা গেলো। নেপথ্যে র‍্যাগিং। তদন্ত চলছে। মনে হয় সে আর চরম অত্যাচারের র‍্যাগিংয়ের থেকে নিজের জীবনের মুক্তি চেয়েছিল। আর পারছি না — সুতরাং গায়ে আগুন জ্বালাও, বিষ খাওয়া কিম্বা জাস্ট না খেয়ে দীর্ঘদিন থাকা এ দেশে নতুন কিছু নয়। তাই যে যেখানে আছি আসুন না সবাই সবাইকে সুখী রাখি, খুশি রাখি। আসুন না কোনো আঘাত না দিয়ে কোনো অপমান না করে সকলে হতাশা ভুলে ছোট ছোট আনন্দে মাতি। আর বলি — যা পেয়েছি আমি, তা আমার সঞ্চয়/ যা পাইনি আমি, তা আমার নয়। সুতরাং আত্মহত্যা কখনোই নয়।

নক্ষত্ররাজের গনগনে আগুনে সূর্য জয়ের পালা আসে যদি আসুক বেশ তো

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

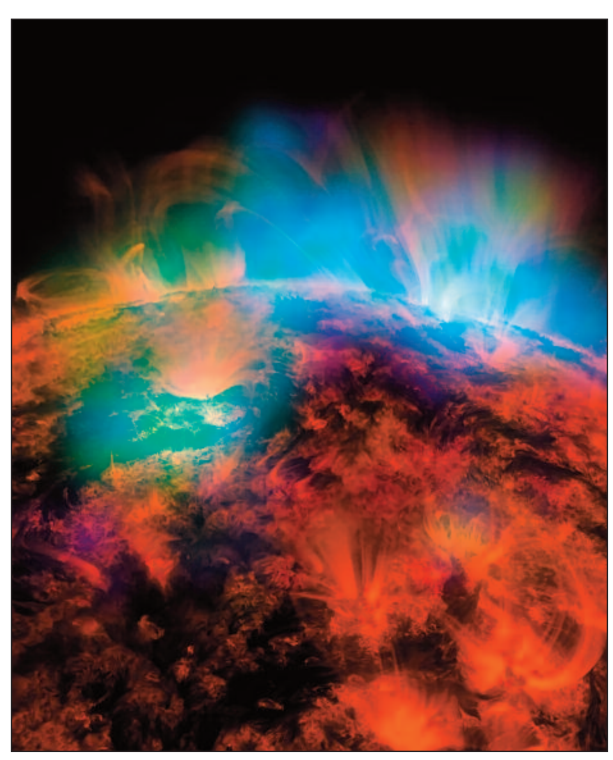

'ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' - চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করেছে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-৩। প্রথম কোনো দেশ হিসেবে চাঁদের ওই অংশে পদচিহ্ন রাখার মধ্য দিয়ে ইতিহাস গড়ল দেশ। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) তথ্যমতে, ২৩ আগস্ট ২০২৩ ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে মহাকাশযানটির ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে, তারপরই কবি অতুলপ্রসাদ সেনের কবিতা যেন ধীরে ধীরে অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী ২৩ অগস্ট চন্দ্রযান-৩-এর চাঁদে পা রাখার দিনটিকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া, চাঁদে যেখানে ল্যান্ডার প্রথম পা রেখেছিল, সেই স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে 'শিবশক্তি'।

শুধু কি তাই এই সফল চন্দ্রযানের অভিযানে '২৫ জন বাঙালির কথাও বিশ্বের দরবারে' আজ আলোচিত হচ্ছে। হুগলি থেকে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে কলকাতা। বাংলার একেকটি রত্নের নিরলস পরিশ্রম দেশকে চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে চন্দ্রযান-৩ মিশন, এবং এর সাফল্যের অংশীদার তাঁরাও।

চন্দ্র বিজয় মানব সভ্যতার অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই কবে ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই সমগ্র বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে সর্ব প্রথম চন্দ্রে মানুষের অবতারণা ঘটে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা'র মহাকাশ যান এপোলো-১১তে চড়ে সেদিন প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পদার্পণ করেন নীল আর্মস্টং।

এর পরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন চাঁদের বুকে সফলভাবে নভোযান অবতরণ করিয়েছে। এখন তাদের সঙ্গে চতুর্থ দেশ হিসেবে যোগ হয়েছে ভারতের নাম।

মহাকাশে দীর্ঘ এক মাস নয় দিনের যাত্রা শেষে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-৩ চাঁদের বুকে অবতরণ বা 'সফট ল্যান্ডিং'য়ের প্রথম লক্ষ্য সফলভাবে অর্জন করছে, যা ভারতকে বিশ্বের এলিট 'স্পেস ক্লাবে' জায়গা করে দিল।

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত এই গৌরব অর্জন করল, আর চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের দিক থেকে তারাই হল প্রথম দেশ।

এই সফট ল্যান্ডিংয়ের পর এখন পরবর্তী ১৪ দিন (যেটা এক চান্দ্র দিবসের সমান) ধরে চন্দ্রযান-থ্রির মুন রোভার 'প্রজ্ঞান' চাঁদের বুক থেকে নানা ছবি ও ডেটা পাঠাতে থাকবে। চোদ্দ দিন পর প্রজ্ঞান রোভারের সক্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর কারণ এটির শক্তির উৎস হল সৌরশক্তি চালিত সোলার সেল, আর একটা পর্যায়ের পর ওই সেলগুলো সূর্যালোকের আড়ালে চলে যাবে।

এই দুসপ্তাহের মধ্যে চন্দ্রযান-৩ পর্যায়ক্রমিকভাবে একটার পর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। যার মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে কী কী ধরনের খনিজ পদার্থ আছে, তার একটি স্পেক্ট্রোমিটার অ্যানালিসিসও থাকবে।

তাই আর সময় নষ্ট না করে - চন্দ্র অভিযানে বিজয়ের পর এবার সূর্য অভিযানে নামছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। আর শুধু ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ রইল না সেই অভিযান। শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। এবং তারই প্রস্তুতিতে শ্রীহরিকোটায় চলেও এসেছে কৃত্রিম উপগ্রহ।

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র সূর্য। সৌরঅধিপতি। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় বস্তু। ব্যাস প্রায় ১৩ লাখ ৯২ হাজার কিলোমিটার। পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ।

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব আনুমানিক ১৪.৯৬ কোটি কিলোমিটার যাকে ১ নভো-একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে পৃথিবীর কক্ষপথ যেহেতু উপবৃত্তাকার সেহেতু সূর্য থেকে তার দূরত্ব পরিবর্তিত হয়, জানুয়ারি মাসে সে সূর্যের সবচেয়ে কাছে (অনুসূর) আসে এবং জুলাইয়ে সবচেয়ে দূরে (অপসূর) সরে যায়। যাহোক, গড় দূরত্বে সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড সময় নেয়। এই সূর্যালোকের শক্তি পৃথিবীর প্রায় সকল জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই আলো থেকে খাদ্য উৎপাদন করে এবং প্রাণীরা খাদ্যের জন্য এসব উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে। পাশাপাশি জলবায়ু এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও সূর্যালোক প্রধান ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর উপর সূর্যের বিশাল প্রভাব সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ অনুধাবন করে আসছে। অনেক সংস্কৃতিতে সূর্যকে তাই দেবতা মনে করা হতো। প্রকৃতপক্ষে সূর্য তার কেন্দ্রভাগে সংঘটিত নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অবিরাম হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হিলিয়াম উৎপাদন করে তাপ-উত্তাপ সৃষ্টি করে সৌরজগতে বিকিরণ ঘটাচ্ছে যার কিয়দংশ পৃথিবীতে আপতিত হচ্ছে। তবে সূর্যের প্রকৃত কাঠামো সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, সূর্যপৃষ্ঠের প্লাজমা উত্তপ্ত হলে চার্জযুক্ত কণারা বেরিয়ে আসে সূর্যের আকর্ষণ কাটিয়ে, এর নামই সৌরবায়ু। সংক্ষেপে বললে, সূর্য হলো গ্যাস ও প্লাজমা দিয়ে গঠিত অনেক বড় বল। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সূর্যের ভেতরের বেশিরভাগটাই হাইড্রোজেন। পরমাণুর সংখ্যা হিসাবে এর পরিমাণ প্রায় ৯২ শতাংশ।*সূর্যের কোর*বা কেন্দ্রে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এ সময় বেরিয়ে আসে বিপুল শক্তি। সেই শক্তি চলে যায় সূর্যের বায়ুমণ্ডলে। তারপর তাপ ও আলো হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে সৌরজগতে। সৌরপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ অঞ্চলে হাইড্রোজেন গ্যাস উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুগুলো ভেঙে যায়, তৈরি হয় চার্জযুক্ত কণা। এভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিণত হয় প্লাজমায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাও সূর্যের গাঠনিক উপাদান এবং শক্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতেন না। প্রথমবার সূর্যের (The Sun) আবহমণ্ডল বা করোনা (Corona) অংশে প্রবেশ করল মানুষের পাঠানো কোনও মহাকাশযান। সূর্যকে ছুঁয়েছে নাসার সৌরযান পার্কার । শুধু তাই নয় এখান থেকে কুড়িয়ে এনেছে নমুনাও। মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন ঘটনা সেই প্রথম। ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম সূর্যের উদ্দেশ্যে সৌর যান পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু এই কঠিন পথে ভ্রমণ করার মতো প্রযুক্তি ২০০০ সালের আগে মানুষের কাছে ছিল না। বিজ্ঞানীরা জানান ২০১৮ সালে পৃথিবী থেকে সূর্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল নাসার সৌরযান 'পার্কার সোলার প্রোব'। নাসার তরফ থেকে বলা হয়েছে এর আগে সূর্যের এত কাছে কোন মহাকাশযান পৌঁছাতে পারেনি। সূর্যের বলয়ের মধ্যে ঢুকে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে পার্কার। করোনা নামের সূর্যের ঐ বলয়ে *যখন পার্কার এসেছিল তখন সেখানে উত্তাপ ২ মিলিয়ন কেলভিন ছিল বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে ১৯ লাখ ৯৯ হাজার সাতশ ছিয়াশি দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। ঐ উত্তাপের মাঝেও সেকেন্ডে ১০০ কিলোমিটার বেগে করোনার ভেতরে তথ্য সংগ্রহ করেছে পার্কার।

সূর্যের বর্হিরাবরন যাকে করোনা বলা হয় তা ভেদ করে সূর্যের ভেতরে প্রবেশ করেছে নাসার সৌর তদন্ত যান পার্কার। এই এলাকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রবল, চৌম্বক ক্ষমতাও তীব্র। এতটাই ক্ষমতা ঐ শক্তির যে তা সৌর পদার্থকে বহিরাবরণ পেরিয়ে বের হতে দেয় না। *নিরাপদে থাকে সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ। নাসার বিজ্ঞানীদের ধারণা এর মধ্যে অন্তত তিনবার সূর্যের মধ্যে ঢুকেছে পার্কার। সব মিলিয়ে পার্কার দশ বার সূর্যের বলয়ে প্রবেশ করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ২০২৫ সাল পর্যন্ত পার্কার তার অভিযান *চালিয়ে যাবে। কিভাবে সূর্য পুরো সৌরমন্ডলকে পরিচালিত করে পার্কারের পাঠানো তথ্য থেকে সে বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। হার্ভার্ডের স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর এস্ট্রো ফিজিক্স ইউনিভারসিটির এর অধ্যাপক বলেছেন, পার্কারের সৌর তদন্তের এই সাফল্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সৌর হাওয়ার উৎপত্তিকে জানা। এর আগে সৌর হাওয়া কিভাবে সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তা জেনে ছিল পার্কার। তবে এবার সূর্যের করোনায় প্রবেশ করে চৌম্বক ক্ষেত্র এবং প্লাজমার নমুনা সংগ্রহ করেছে। *এ থেকে সৌর হাওয়ার উৎপত্তি কিভাবে কখন হচ্ছে তা জানা যাবে।

জানান হয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর আদিত্যর পথে যাত্রা করতে পারে আদিত্য এল ওয়ান। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে আদিত্য এল-ওয়ান মিশন- প্রথম সৌর অভিযান। Halo Orbit-এ পৃথিবী-সূর্যের মধ্যে Lagrange point ১-এ থাকবে আদিত্য এল ওয়ান মহাকাশযান। এই অবস্থানের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এই অবস্থানে মহাকাশযান থাকলে, কোনওরকম বাধা ছাড়াই সর্বক্ষণ সূর্যকে দেখতে পারবেন আদিত্য এল ওয়ান। গ্রহণের সময়েও সমস্যা হবে না। অর্থাৎ সূর্যকে নিরীক্ষণ করতে কোনও বাধাই থাকবে না। ফলে সূর্যে কী হয়ে চলেছে তার রিয়েল-টাইম অ্যাক্টিভিটি দেখা যাবে।*

সূর্যের আপার ডায়নামিক্স নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে আদিত্য এল-ওয়ান। ক্রোমোস্ফিয়ার এবং কোরোনা নিয়েও গবেষণা করবে। সূর্যের তাপমাত্রা নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবে। partially ionised plasma– Sun Flares নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবে। সূর্য কীভাবে তাপ উৎপন্ন করে সেই তথ্য নিয়েও গবেষণা করবে এই Aditya L-1.

এর সঙ্গেই সূর্যের চৌম্বকীয় তরঙ্গ (Solar Magnetic Field) নিয়েও নিরীক্ষা চালাবে ISRO. সৌর বায়ু বা Solar Wind এবং সৌর ঝড় নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবে ইসরোর এই অভিযান। ইসরো জানিয়েছে, সূর্যের করোনার তাপমাত্রা গড়ে ১০ লক্ষ বা তার কিছু বেশি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা সব সময় একরকমের থাকে না। কখনও বাড়ে, কখনও কমে। এই ধাঁধার উত্তর খুঁজবে আদিত্য এল-১।

এছাড়া সৌরবায়ুর গতিপথও বোঝাবে এই উপগ্রহ। প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমন্বয় এই সৌরবায়ু প্রবল গতিবেগে ছিটকে বেরিয়ে আসে সূর্যের প্লাজমা থেকে। এর গতি সেকেন্ডে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার। তাপমাত্রা প্রায় ১০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূর্যের উত্তপ্ত সোলার করোনার জন্যই এই সৌরবায়ুর জন্ম হয়। এর মধ্যেকার শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ও আয়নগুলো পৃথিবীর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও জিপিএস নেটওয়ার্ককে তছনছ করে দিতে পারে। তৃতীয়ত, সৌরঝড় (সোলার স্টর্ম) যার দ্বারা স্যাটেলাইটগুলো আক্রান্ত হয় ও টেলি যোগাযোগে বড় ব্যাঘাত ঘটায়। পাশাপাশি, বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যও দায়ী এই সৌরবায়ু, সৌরঝড় এবং সৌর বিকিরণ। এই সৌরঝড় কোন পথে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে পারে তার খোঁজ চালাবে আতিত্য এল-১। চতুর্থত, সূর্য থেকে আসা যে 'আল্ট্রা-ভায়োলেট রে' বা অতি-বেগুনি রশ্মি আমাদের জলবায়ুর পক্ষে কতটা ক্ষতিকর, সেটাও জানার চেষ্টা হবে এই সৌর-অভিযানে। উল্লেখ্য, সূর্যের তথ্য পেতে এই প্রথম কোনও কৃত্তিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে চলেছে ইসরো। এই মিশন সফল হসে ইসরোর মুকুটে জুড়বে আরও একটি পালক।

জোরপূর্বক আদিবাসীদের জমি কাড়ার চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তারের দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: খাতড়ায় জোর করে আদিবাসীদের দখলে থাকা জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল, বাধা দিতে গেলে আদিবাসীদের গালিগালাজ ও দেখে নেওয়ার হুমকির অভিযোগে প্রতিবাদে খাতড়ার রাজা পাড়া ও খড়বন মোড়ে দু'টি জায়গায় বাঁকুড়ার রানিবাঁধ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল আদিবাসী একতা মঞ্চ। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসী একতা মঞ্চ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের কাঁদনাশোলের কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই একটি জমি আদিবাসীদের দখলে রয়েছে। অভিযোগ, রবিবার বুলডোজার নিয়ে স্থানীয় কিছু তৃণমূল কর্মী আদিবাসীদের ওই জমির দখল থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় স্থানীয় কিছু আদিবাসী যুবক বাধা দিতে গেলে, তাঁদের ব্যাপক গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই মাঠে নামে আদিবাসী একতা মঞ্চ। সোমবার সকালে মঞ্চের কর্মী সমর্থকরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে খড়বন মোড় ও রাজা পাড়া মোড়ের কাছে জমায়েত করে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ রাজ্য সড়কে অবরোধ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসী একতা মঞ্চ।

অন্যদিকে পৃথক একটি ঘটনায় প্রতিবেশী আদিবাসী পরিবারকে গালিগালাজ করেন খাতড়ার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা ও পরবর্তীতে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিদ্যুৎ দাস। আদিবাসী একতা মঞ্চ আন্দোলনে নামতেই তাঁকে আটক করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। এদিন অবরোধস্থল থেকে আটক হওয়া বিদ্যুৎ দাসের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারী আদিবাসী একতা মঞ্চর কর্মীরা। দু'টি বিষয় নিয়েই তৃণমূলের কেউ মুখ খুলতে চাননি।

Applications are invited for Assistant Professor (B.Ed Section)

KABI KRITTIBAS B.Ed COLLEGE

of Sanskrit, History, Political Science, Life Science, Math, Foundation 1,

As per NCTE norms, requested to send C.V with photo and contact number of college mail Id within 7 days:

kabikrittibasbedcollege@gmail.com

Contact No: 6294811400 | 8372910203

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩১০৪
ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

সংশোধনী

গত ইংরাজি ১৯.০৮.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে ক্র.নং. ৩ -এ সুরক্ষিত ক্রেডিটর প্রিয়াঙ্কা দে -এর অ্যাকাউন্টে দর বৃদ্ধির পরিমান ১,০০,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে ২০,০০০.০০ টাকা পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

বৈঁক ऑफ़ महाराष्ट्र / Bank of Maharashtra — भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

জোনাল অফিস : কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, ৩ এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৯০৫, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
প্রধান কার্যালয় : 'লোকমঙ্গল', ১৫০১, শিবাজি নগর, পুনে - ৪১১ ০০৫

[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিকট নিম্নে উল্লিখিত বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ
ঋণগ্রহীতাগণ : **১) মেসার্স এসআরএনসি বডি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড** **২) শ্রীমতি শিখা তিওয়ারি** (মেসার্স এসআরএনসি বডি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর), **৩) শ্রীমতি মমতা পাঠক** (মেসার্স এসআরএনসি বডি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর) এবং **৪) কর্পোরেট জামিনদাতা মেসার্স উদ্যম রিয়েলিটি প্রাইভেট লিমিটেড**	**১. অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ** দায়বদ্ধ জিমনেসিয়ামের মেশিন এবং সরঞ্জাম ব্যাঙ্ক মঞ্জুরিকৃত তহবিল থেকে কেনা এবং অন্যান্য সকল সম্পদ (বর্তমান এবং ভবিষ্যতের) অবস্থিত মেসার্স এসআরএনসি বডি প্রাইভেট লিমিটেড, ডিডি-৩০, সল্ট সিটি, সেক্টর -১, ৮ম তল, অ্যান্দ্রমেদা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৪ **২. অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ** বন্ধকদত্ত : ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকদত্ত : শ্রীমতি শিখা তিওয়ারি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ১৫৭৫ বর্গফুট এবং নির্মাণ/ বসবাসের ব্লক নির্মিত অথবা নির্মিত হবে ভাঙা টিনের শেড নির্মিত জমি পরিমাণ ২৫০ বর্গ ফুট (বিল্ট আপ) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯৭এ,আলিপুর রোড, (জোন -১) মৌজা- চেতলা, ঘোষপাড়া, থানা - আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৭২ অনুযায়ী মেসার্স উদয়ম রিয়েলিটি প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টরগণ শ্রীমতি শিখা তিওয়ারি (জমি ০২ কাঠা ০৩ ছটাক হস্তান্তর দলিল নং ১৬০১০৩৩৯৭ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৬২৩২ থেকে ১০৬২৫৯ - ১৪.০৭.২০১৭) এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১০ ফুট চওড়া অ্যাপ্রোচ রোড, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং : ৯৭ই, আলিপুর রোড, **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৯৭ সি, আলিপুর রোড, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৯৭বি এবং ১০১ আলিপুর রোড সমন্বিত ।	ক) ২১.১০.২০২২ খ) ২৫.০৮.২০২৩ গ) **১,৯৪,৭৪,১৫০.০০ টাকা** (এক কোটি চুরানব্বই লাখ চুয়াত্তর হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা ২১.১০.২০২২ থেকে কার্যকর মতে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার

বैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **১৮.০৯.২০২৩** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **১৯.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২৬২৭৭৬১০০০০২৪৫ এবং বিষ্ণুপুর শাখা	নিমাই চন্দ্র বারিক	রসিকগঞ্জ বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া-৭২২১২২	৫৬.২০ গ্রাম
৪২৬২৭৭৬১০০০০২৪৭ এবং বিষ্ণুপুর শাখা	নিমাই চন্দ্র বারিক	রসিকগঞ্জ বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া-৭২২১২২	২৯.৮৩ গ্রাম
৪২৬২৭৭৬১০০০০২৫৯ এবং বিষ্ণুপুর শাখা	নিমাই চন্দ্র বারিক	রসিকগঞ্জ বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া-৭২২১২২	৪৬.২০ গ্রাম
৪৩৯০৭৭৬১০০০১০৯৯ এবং কুলগড়িয়া শাখা	রহিম মল্লিক	পিতা- হাসান মল্লিক গ্রাম-সাঁকো, থানা- গালসি, পূর্ব বর্ধমান পঃবঃ-৭১৩১৪১	২৭.৮৪ গ্রাম
৩৯০৫৭৭৬১০০০০১১৯ এবং মুচিপাড়া শাখা	বিষ্ণু শর্মা	গোপীনাথপুর, ধীবরপাড়া, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান পঃবঃ -৭১৩২১৯	৩.৬৩ গ্রাম

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৩
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর বন্ধকদত্ত/ দায়বদ্ধ সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট কার্যকরভাবে দখলীকৃত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক,বিক্রি করা হবে "যেখানে যা আছে", "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যে অবস্থায় আছে",ভিত্তিতে **১৪.০৯.২০২৩ তারিখে ৩,৯০,৫৪,৪৬৩.৫৮ টাকা ৩০.০৯.২০১১** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **মেসার্স মেডি লিঙ্ক,** ৪০এ, বেকবাগান রো, কলকাতা -৭০০০১৭ **১) শ্রী প্রসেনজিৎ দত্ত,** পিতা শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত, ৭, মেহের আলি রোড, কলকাতা -৭০০০১৭, **২) শ্রী গৌতম ধর,** পিতা প্রয়াত প্রফুল্ল ধর, ১০৫/৩এ, কড়েয়া রেড, কলকাতা ৭০০০১৭, **৩) শ্রী দেবাশিস ধর,** ১০৫/৩এ, কড়েয়া রেড, কলকাতা ৭০০০১৭, **৪) শ্রী বলাই অধিকারী,** ২ নং গাতাঞ্জলি পল্লি, নোয়াপাড়া, বারাসত,কলকাতা - ৭০০১২৫, **৫) শ্রী সুসেন ঘোষ,** গ্রাম -পাঁচুরিয়া, পো-নিমদেরিয়া, কোতড়া গ্রাম পঞ্চায়েত,বারাসত, ২৪ পরগনা উত্তর, পিন কোড - ৭৪৩২৯৪ এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য : ২৩, ৮৩, ০০০.০০ টাকা বায়না জমা **২,৩৮,৩০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

দ্বিতল বসবাসের ভবন হোল্ডিং নং ৩৯১/৪৭৭ নং ২ গীতাঞ্জলি পল্লি, গ্রাম - কমলা, পো- নোয়াপাড়া, থানা - বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭০০১২৫,পশ্চিমবঙ্গ
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : প্লট নং ১১,পূর্বে : প্লট নং ৬, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত ।
সম্পত্তি শ্রী বলাই অধিকারীর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-৮৪৫০-১৯৯১ সালের অনুযায়ী।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩ — SARB FILE NO. 18618/AN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩৭২৯

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ-২৯.০৮.২০২৩
স্থান-কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

NOTICE

That my client **SHRI PALASH BISWA[S]** son of Late Bimal Kumar Biswas, by Faith-Hindu, by Nationality India[n], residing at Village & P.O. - Chhekati, P.[S.] Gaighata, in the Distric North 2[4] Parganas, West Bengal - 743245, Indi[a] has lodged a General Diary on **28-0[8]-2023** before the Office-In-Charge [of] Gaighata Police Station vide G.D.E. N[o.] **1884/23** for loss of an Original Benga[li] Deed from his custody i.e., registere[d] Bengali Deed, since been registere[d] before the Office of the S.R., Chandpa[ra] and recorded in Book No. I, Volume N[o.] 12, Pages from 201 to 203, Being N[o.] **730** for the year **1970**. Any perso[n] having any claim, share, right, titl[e], interest, concerning the matter or an[y] objection whatsoever must notify th[e] same to the undersigned wit[h] supporting documentary evidenc[e] **within 15 days** from this date [of] publication where after the claim if an[y] shall be deemed to be waived and n[o] further claim shall be entertained. [If] found, kindly inform me in my conta[ct] numbers **9875391791** & **83358474[…]** (Whatsapp).

A.K. Nandi & Legal Associates
Arnab Kumar Nandi, *Advocate*

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

প্রধান কার্যালয়: নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জিপাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ফোন- (০৩৪২)২৬৬২৮৯০,২২৬৬৩৩৯৫,২৬৬৩৪১২,২৬৬৩৪২৫,২৬৬৩৪৩০,২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স- (০৩৪২) ২৫৬১১৮১, আমাদের ইমেল করুন: burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in -তে

দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১)] পরিশিষ্ট- ৪ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক অফিস এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতিকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	**ঋণগ্রহীতা :- মহঃ ইয়াসিন,** পিতা- মহঃ ঈশান মুন্সি, গ্রাম- কাজীপাড়া, পোস্ট-ভালকি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৪। পশ্চিমবঙ্গ, **এবং জামিনদার - ১) মিসেস শিবানী পারভিন,** স্বামী- মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- কাজীপাড়া, পোস্ট- ভালকি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ।	তথায় নির্মিত ভবন এবং জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- চাঁদিপুর, জেএল নং- ১০০ (নতুন-১২৬), আরএস খতিয়ান নং-৭০৯, এলআর- খতিয়ান নং - ৯৪৫, দাগ/প্লট নং-আরএস এবং এলআর - ৮৫৫, এলাকার পরিমাপ ২৫ শতকের মধ্যে- ১০ শতক (রূপান্তরিত এলাকা), জমির প্রকৃতি - বাস্তু, মহল্লা - কাজীপাড়া, ইরাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম ও পোস্ট - ভালকি, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মহঃ ইয়াসিনের নামে, পিতা- মহঃ এইশান মুন্সি, ২০১২ সালের বন্ধকী দলিল নং আই-২৩৭৩, এডিএসআর অফিস গুশকারা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- গালাম মৌলার উন্মুক্ত জমি, পশ্চিম- মালিকের অন্যান্য প্লট এবং অভিরামপুর থেকে রামনগর রোড, উত্তর- মালিকের অন্য প্লট, দক্ষিণ- অন্যদের খোলা জমি দ্বারা।	০৯/০৬/২০২৩ এবং ২৪/০৮/২০২৩	৬,৯৪,০৯৩.২০ টাকা **(ছয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিরানব্বই টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)** ১৭/০২/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
২.	**ঋণগ্রহীতা :- মাই ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বাধিকারী- মহঃ ইয়াসিন,** পিতা- মহঃ এইশান মুন্সি, গ্রাম ও পোস্ট- ভালকি কাজীপাড়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৪। পশ্চিমবঙ্গ, এবং **জামিনদার- ১) মিসেস শিবানী পারভিন,** স্বামী- মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- কাজীপাড়া, পোস্ট- ভালকি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ, **২) ফিরদৌসী মহম্মদ,** স্বামী-এরসান মহম্মদ, গ্রাম- কাজীপাড়া, পোস্ট-ভালকি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ, **৩) মুন্সি মহম্মদ এইশান,** পিতা- মোহাম্মদ ইউনুস, গ্রাম- কাজীপাড়া, পোস্ট- ভালকি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ।	তথায় নির্মিত ভবন এবং জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- বাহাদুরপুর, জেএল নং- ১৩১, আরএস খতিয়ান নং- ১৭৮৪ এবং ৬৪৭, এলআর খতিয়ান নং-১৮২৩, আরএস ও এলআর প্লট নং- ৯৩০, ৯৩১, এলাকার পরিমাপ ৩৫ শতকের মধ্যে- ২০ শতক (রূপান্তরিত এলাকা), জমির প্রকৃতি- ১০ শতক "বাস্তু" এবং ১০ শতক "কারখানা" হিসাবে, মহল্লা - ইরাল মোড়ের কাছে, ইরাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- বাহাদুরপুর, পোস্ট- অভিরামপুর, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মহঃ ইয়াসিনের নামে, পিতা- মহঃ এইশান মুন্সি, বন্ধকী দলিল নং আই-২৪২১ সাল- ২০১৮ এবং আই-৩০৯১ সাল-২০১৮, এডিএসআর অফিস গুশকারা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- নালা তারপর অন্যদের কৃষি জমি, দক্ষিণ- অশোক ব্যানার্জির কৃষি জমি, পূর্ব- পিডব্লিউডি রোড তারপর পারাজ থেকে অভিরামপুর রোড, পশ্চিম- অন্যদের কৃষি জমি দ্বারা।	০৯/০৬/২০২৩ এবং ২৪/০৮/২০২৩	৩৩,৩৯,৮২৭.০০ টাকা **(তেত্রিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো সাতাশ টাকা মাত্র)** ১৭/০২/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০১/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ২৪.০৮.২০২৩
স্থান: বর্ধমান
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিলাম অফিসারের বিশদ : নাম: সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় ই-মেইল আইডি: sanghamitra.gupta@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধককিৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪.০৯.২০২৩ তারিখে।** ইচ্ছুক দরদাতা/দের তার ইএমডির পরিমাণ মেসার্স এমএসটিসি-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ ibapi/index.jsp** -এ তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে এনইএফটি/ আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে অকশনের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৪.০৯.২০২৩
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।"

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মুল্য খ. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি)	বকেয়া পাওনা	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: ১) দেবাশীষ মিত্র,** পিতা- সন্তোষ কুমার মিত্র, ২ নং চাঁদগড় মেইন রোড, মধ্যমগ্রাম বাজার, কলকাতা- ৭০০১৩০, **২) দেবারতি দত্ত,** পিতা- দেবাশীষ মিত্র, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ১-৫, ৩৮০/১ যশোর রোড (এস), মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০০১২৯। "স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট" নামক হাউজিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৭৭৮ বর্গফুট** সমন্বিত মালিকানাধীন স্বয়ংসম্বলিত ফ্ল্যাট নং এফ-৩ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সেইসঙ্গে সাধারণ অংশ এবং অংশ, সিঁড়ি, লিফট, প্রবেশদ্বার, পথ, ড্রেনেজ, জলপথ, ফিক্সচার এবং ফিটিং, বৈদ্যুতিক সুবিধা এবং বসবাসযোগ্য সুযোগ-সুবিধাগুলি ও সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ারে ব্যবহার করার অধিকার। জমির প্রেমিসেস হোল্ডিং নং ৩৮০/১ যশোর রোড (দক্ষিণ), মধ্যমগ্রাম, থানা বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তি ক) ২২,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৩,০০০.০০ টাকা	২১,৬৪,৭৮৬.৫৪ টাকা (একুশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) ২৮.০৮.২০১৯ অনুযায়ী প্লাস আরও সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি. যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭১১৫২৩ / ৯৬৭৪৭১১৫২১. দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ২৫,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ: ০৬.০৯.২০২৩ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা	ক) শূন্য খ) বাস্তবিক দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা: ১) শ্রী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠি,** এন.এইচ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসপাতাল, ১২৪ ইএম বাই-পাস, মুকুন্দপুর, যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯ **২) শ্রীমতী পৃথা পাল,** পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিনহাটা, এস.ডি. হাসপাতাল, দিনহাটা, দিনহাটা গার্লস স্কুলের কাছে, কোচবিহার- ৭৩৬১৩৫ **শ্রী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী,** পিতা- শ্রী বিজন কুমার ত্রিপাঠী এবং **শ্রীমতী পৃথা পাল,** স্বামী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী ২০১৯ সালের বিয়িং নং ০৪১১৭, বই-১, ভলিউম নং ১৬২৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৬৪৯৩ থেকে ১৩৬৫৫৪ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত। "প্রুডেন্ট প্রাণো" নমক হাউজিং কমপ্লেক্সের ব্লক নং ৭-এর দ্বিতীয় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এসবিএ এর পরিমাপ ১০৭৪ বর্গফুটবা সামান্য কমবেশি সমন্বিত সেইসঙ্গে ব্লক নং ৭ ফ্ল্যাট এর নীচে জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত, অবিভাজ্য শেয়ার এবং/অথবা অধিকার, শিরোনাম এবং আগ্রহ এবং একটি গ্রাউন্ডফ্লোরে খোলা স্ট্যাক গাড়ি পার্কিং স্থান সহ যার হোল্ডিং নং ২৭২ শ্রীপুর বাঘেরঘোল, নরেন্দ্রপুর, থানা- সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ৩৩, কলকাতা- ৭০০১০৩। উত্তরে- আরএস. দাগ নং ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৭, ১২০২, ১২০৪, ১২০৫ এবং ১২০৬, দক্ষিণে- আরএস. দাগ নং ১১৯৩(পি), ১১৭৯ এবং মৌজা বনহুগলী, পূর্ব দিকে- আরএস. দাগ নং ১১৭৯, ১১৭৮(পি), ১১৮৭(পি), ১১৮৫, ১১৮৮(পি) এবং পশ্চিমে- আরএস. দাগ নং ১১৫৫, ১১৬৮, ১২০০(পি), ১২০১(পি), এবং ২০৯৩ দ্বারা।	সম্পত্তি ক) ৩৪,০২,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪০,২০০.০০ টাকা	২৫,৮৮,৬১৭.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার ছয়শো সতেরো টাকা মাত্র) ২২.১০.২০২১ অনুযায়ী প্লাস আরও সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি. যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭১১৫২৩. দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ২৫,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.০৯.২০২৩ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা	ক) শূন্য খ) বাস্তবিক দখল

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং সংশ্লিষ্ট ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য তৈরী : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৩
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড কার্যালয়: 15 তলা, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা 700091, জেলা 24-পরগণা নর্থ।
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
শাখা অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002] -এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	দখল করা হয়েছে	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 23.08.2023 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. নিউ ঝিলমিল 2. ইন্দ্রজিৎ 3. মৌ দাস	সম্পত্তির ঠিকানা – সমগ্র জমির পরিমাপ : 3 কাঠা এবং 11 ছটাক। যেটার আছে এবং অবস্থিত নিম্নরূপে : মৌজা – কান্দাহারি, জে.এল. নং 49, ই/পি নং 1662, সি.এস. প্লট নং 1053(পি) সম্বলিত, পরিসর নং 142, আতাবাগান, কোলকাতা – 700084, থানা রিজেন্ট পার্ক, জেলা 24 পরগণা (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং 86, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যেই পড়ে। সীমারেখা: পূর্ব – ইমারত; পশ্চিম – রাস্তা; উত্তর – ইমারত; দক্ষিণ – ইমারত	KOLHL17000604	4ঠা মে, 2023	টাঃ 5,79,623,58/-	টাঃ 7,813,348.29/-	টাঃ 57,96,235.8/-	08.09.2023	15.09.2023

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. অকশন সেল পরিচালিত হচ্ছে আইনী বিধান এসএআরএফএইএসআই-এর অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সহায়তা সহ এবং পাবলিক অকশন ধারার মাধ্যমে।
2. পাবলিক অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **13/09/2023**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **15/09/2023**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **16/09/2023**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন এবং অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ, **"নাম – অঙ্কিত কুমার, ডিভিশনাল লিগ্যাল ম্যানেজার : লিটিগেশন – পশ্চিমবঙ্গ, এলঅ্যাণ্ডটি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, থানা : সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ : 8789493214 ৎ ই–মেইল : ankitkumar13@ltfs.com এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এলঅ্যাণ্ডটি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সি.এস.টি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক কোনও কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড৺অফার গ্রহণ৺খারিজ৺কিছুটা পরিবর্তন৺বাতিল করতে বা মুলতবী রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 29.08.2023
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য কর্মসাথী অ্যাপের সূচনা করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা সমস্যায় পড়লে দ্রুততার সঙ্গে যাতে সমাধান করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নতুন অ্যাপের সূচনা করেছে রাজ্য সরকার। কর্মসাথী নামক এই অ্যাপের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। নিজেদের পরিচয় পত্র এবং নাম নথিভুক্ত করার পর মিলবে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, এমনটাই জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল দুর্ঘটনার কাণ্ডে মালদায় মৃত ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে শ্রম দপ্তর এবং প্রশাসন। যদিও রাজ্য সরকার কর্মসাথী প্রকল্প আগেই সূচনা করেছে। কিন্তু এই কর্মসাথী প্রকল্পের মধ্যে এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসাথী প্রকল্পে আনার বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে প্রশাসন।

জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কর্মসাথী প্রকল্পে নিজের নাম নথিভুক্ত করলে বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে দ্রুত সমাধান পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকেরা। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হলে মিলবে সরকারি ক্ষতিপূরণ। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত সুবিধাগুলি রয়েছে এই কর্মসাথী প্রকল্পে সেগুলি হল- দুর্ঘটনায় কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হলে সরকারিভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এমনকী দুর্ঘটনায় জখম হলেও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করা হবে শ্রমিকদের। মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যার সমাধান করা হবে। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে অপব্যবহারের শিকার হলে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব শ্রমিকদের ন্যায্য বিচার পাইয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও পাচারের চেষ্টা করা হলে পাশে দাঁড়াবে সরকার। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, জরুরি পরিস্থিতি এই সমস্ত বিষয়গুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবে সরকার। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্মসাথী অ্যাপ চালু করা হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো এখানে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশ মোবাইল নম্বর আধার কার্ড ও অন্যান্য নথিপত্র থাকলেই আবেদন করতে পারবেন শ্রমিকরা। সঙ্গে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ বেশ কিছু তথ্য দিতে হবে এই অ্যাপে।

জমি সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পুলিশ প্রশাসনকে বলব বলেছি সময় আছে শুধরে যাও। কারণ, তোমাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা প্রদানের জন্য। সেটা না করে গুন্ডাদের সঙ্গে মিলে আদিবাসীদের উপর হামলা করো? জমি সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি আরও বলেন, এখানকার আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা আমি ভারত সরকার তথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে জানাব। সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার হাপ্তিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ারালাল চা বাগান এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা। স্থানীয় আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। আহতদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি, পাশাপাশি তাদের মেডিক্যাল রিপোর্টও খতিয়ে দেখেন সাংসদ। সরেজমিনে গোটা ঘটনা দেখার পরে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন সাংসদ রাজু বিস্তা। পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। সাংসদ রাজু বিস্তা সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এখানকার আদিবাসী শ্রমিকদের ওপরে এখানকার স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের মদতে জমি মাফিয়ারা হামলা চালায়। আদিবাসীদের উপরে গুলি বোমা চালানো হয়েছে। তাদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গেই আদিবাসী মানুষদের উপরে এমন অত্যাচার চলছে। রাজ্য সরকার এদের পাত্তা দেওয়ার বদলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব যে আপনি চোখ খুলুন এবং দেখুন কিভাবে আপনার দলের বিধায়ক জমি মাফিয়াদের সঙ্গে মিলে আদিবাসী মানুষদের উপরে অত্যাচার করছে। এগুলো বন্ধ করুন না হলে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী মহিলাদের চোখের জল আপনাকে কোনওদিন ক্ষমা করবে না। আমি সাংসদ হিসেবে নই একজন মানুষ হিসাবে এদের পাশে আছি। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, মহিলা এবং বাচ্চাদের জামা-কাপড়ের ব্যবস্থার পাশাপাশি ১২টি ঘর তৈরি করব এবং গোটা ঘটনা আমি ভারত সরকারের কাছে জানাব। প্রয়োজনে বিএসএফ কিংবা ভারতীয় সেনা দিয়ে তাদের সুরক্ষা প্রদান করার অনুরোধ করব, যতদিন না এই পরিস্থিতি শান্ত হয়। অপরদিকে, তার এই আশ্বাসে অনেকটাই আশ্বস্ত হয়েছে আদিবাসী পরিবারগুলি। আদিবাসী পরিবারের এক সদস্য সোনামনি হাঁসদা বলেন, আমরা খুব আতঙ্কে আছি। সারারাত ঘুম আসে না। উনি এসে আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ফজলুর হক জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার তো এতদিন নিখোঁজ ছিলেন। আপনাদের মাধ্যমে জানলাম যে উনি এসেছেন। তার তোলা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। গোটা বিষয়টা পুলিশ প্রশাসন দেখছে এবং আমরাও দলগতভাবে দেখছি। নওশাদ সিদ্দিকী এসেছিলেন, আজ রাজু বিস্তা এসেছেন। ওরা এসে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।

কিরন ব্যাপার লিমিটেড

CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
ফোন (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ফ্যাক্স (০৩৩) ২২২৩১৫৬৯, ইমেল kvl@lnbgroup.com ওয়েবসাইট www.lnbgroup.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখের ১২ মে, ২০২০, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এর সাথে পঠিত এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ (একত্রিতভাবে 'উক্ত সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেন করার জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.lnbgroup.com/kiran এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি www.bseindia.com-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

যে সদস্যরা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন বা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন এবং এর জন্য বিশদ নির্দেশনা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ২৭তম এজিএম নোটিশে।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর (ডিপি) এর সাথে নিবন্ধিত/আপডেট করেননি তাদের অবিলম্বে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট/রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে। প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডার এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট/রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি mdpldc@yahoo.com-এ অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপি সহ ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে mdpldc@yahoo.com এ লিখুন।

৩১শে মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ১.০০ টাকা পরিচালনা পর্ষদ এর লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। কোম্পানি লভ্যাংশ প্রেরণের জন্য সদস্যদের জাতীয় ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (এনইসিএস) সুবিধা প্রদান করেছে। সময়ে সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা চিহ্নিত স্থানে এনইসিএস সুবিধা পাওয়া যায়। ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী এবং এই সুবিধাটি পেতে ইচ্ছুক সদস্যদের তাদের সর্বশেষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ (কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন সক্রিয় অ্যাকাউন্ট নম্বর, ৯ সংখ্যার এমআইসিআর এবং ১১ সংখ্যার আইএফএসসি কোড), তাদের ফোলিও নম্বর সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড ইমেল আইডি mdpldc@yahoo.com এ অথবা নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করুন mdpl.in/form। ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের বিশদ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও, ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২০ অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে কার্যকর, এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর ("টিডিএস") কাটাতে হবে। আয়কর আইন, ১৯৬১ ('আইটি আইন')। বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ আইন, ২০২০ এবং এর সংশোধনগুলি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে, টিডিএস প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি সক্ষম করার জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে (ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে) আইটি আইন অনুযায়ী তাদের আবাসিক অবস্থা, প্যান, বিভাগ সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে mdpldc@yahoo.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে এই ধরনের বিবরণ জমা দিতে পারেন অথবা নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করুন mdpl.in/form।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৮.২০২৩

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com
ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য অবহিতকরণ

প্রিয় সদস্যগণ,

১. সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের ("কোম্পানি") এর ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") **২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায়** ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সংস্থা আইন, ২০১৩ এবং এর অধীন প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধিগুলির, সহ পঠিত জেনারেল সার্কুলারস তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলারস' হিসাবে পরিচিত) জারি করা এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ -এর সম্মতিতে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমগুলিতে অংশ নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির দ্বারা সরবরাহ করা হবে তার বিশদ বিবরণ। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

২. ৩১ মার্চ ২০২৩ সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সম্বলিত কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থায় নিবন্ধিত রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে। পূর্বোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.simplexinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evotingnsdl.com তেও উপলব্ধ থাকবে।

৩. ফিজিক্যাল মোডে অংশীদারদের যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করেনি তাদের নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যানকৃত অনুলিপিগুলি ইমেল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে secretarial.legal@simplexinfra.com -তে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে
 ১. নাম, ঠিকানা উল্লেখ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র। ফোলিও নং, মোবাইল নম্বর এবং সদস্যের ইমেল-আইডি;
 ২. শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) এবং প্যানকার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি;
 ৩. কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও ঠিকানা প্রমাণের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি।

৪. ডিজিটালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যে তারা তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত / আপডেট করার জন্য ।

৫. **ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি:**
এজিএমের নোটিসে বর্ণিত সকল রেজোলিউশনে তার সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') সরবরাহ করবে বলে কোম্পানি সন্তুষ্ট। অধিকন্তু, সংস্থাটি সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে, যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেয়নি তাদের জন্য। এজিএম চলাকালীন/এজিএম এর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের বিশদ পদ্ধতি নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিশদটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেল গ্রহণ করেন না বা যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংস্থা/ডিপোজিটরি অংশগ্রহনকারীদের সাথে নিবন্ধভুক্ত নয় তারা এজিএমের নোটিসে এর নাটে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন। একই পরিচয়পত্র ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম যোগ দিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যের তথ্য দেওয়া এবং উপকারের জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ অগস্ট, ২০২৩

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স :** +৯১ ৩৩ ২২২৩১৫৬৯, **ই-মেল :** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট : www.msumindia.com ; **CIN :** U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস এবং ওয়ার্কস : যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
ফোন : ৯১ ২৯৩২ ২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স :** ৯১ ২৯৩২ ২২১৩৩৩, **ইমেল :** ho.msum@lnbgroup.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোম্পানির ৮৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার , ২৬ সেপ্টেম্বর , ২০২৩ তারিখে বেলা ২.৩০ টায়, ভারতীয় মানক সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত,সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং তৎসহ পঠিত রুলস অধীনে সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল , ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০চাকিথ ১৩ এপ্রিল ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে , ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ,২০২০ জেনারেল সার্কুলার ৩৩/২০২০তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ডিসেম্বর , ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি ,২০২১, জেনারেল সাকু'লার নং ১০/২০২১তারিখ ২৩ জুন ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ২০২১,জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত (" সামগ্রিকভাবে উল্লেখ্যএমসিএ সার্কুলার সমূহ"), ভারত সরকার, দ্বারা অনুমোদন ক্রমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত।

উক্ত সার্কুলারগুলির মান্যতাক্রমে এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন যে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। এবং সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েব সাইট : www.msumindia.com তেও পাওয়া যাবে ।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার অধিকার করেন অথবা যারা কোম্পানির নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করতে পারবেন এজিএমে ই-ভোটিং ব্যবস্থায় চলাকালীন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলি ৮৩ এজিএম নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে সকল সদস্য ডিম্যাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর (ডিপি)এর নিকট নথিভুক্ত করেননি তাদের অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি) এর নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা এবং আপডেট/নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যারা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানির নিকট নথিভুক্ত করেননি তাদের অবিলম্বে আপডেট/নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের ইমেল ঠিকানা এবংমোইল নম্বর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি : mdpldc@yahoo.com এবং স্বাক্ষরিত অনুরোধের একটি স্ক্যান কপি সহ ইমেল ঠিকানা,মোবাইল নম্বর, ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনের),প্যান (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ডের),আধার (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ডের), সহ পাঠাতে হবে এবং কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে অনুগ্রহ করে লিখে পাঠান mdpldc@yahoo.com

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অতুল কৃষ্ণ তিওয়ারি
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৮.২০২৩

দি পেরিয়া কারামালাই টি এন্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০ ০২২
ফোন ৯১-৩৩-২২২৩৩৩৯৪, ই-মেইল periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট www.periatea.com, CIN L01132WB1913PLC220832

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ১১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ভারতীয় মান সময় সকাল ১০.৩০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০ তৎসহ সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ (একত্রিতভাবে 'উক্ত সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেন করার জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.periatea.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি www.nseindia.com-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যে সদস্যরা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন বা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন এবং এর জন্য বিশদ নির্দেশনা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১১০তম এজিএম নোটিশে।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর (ডিপি) এর সাথে নিবন্ধিত/আপডেট করেননি তাদের অবিলম্বে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট/রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে। প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডার এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট/রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানি মেসার্স এসকেডিসি কনসালট্যান্টস লিমিটেডের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) সাথে, 'সূর্য', ৩৫, মেফ্লাওয়ার এভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সোরিপালায়ম রোড, কোয়েম্বাটোর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ুর ইমেল আইডি green@skdc-consultants.com-এ। ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর প্রদানকারী অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত অনুলিপি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি) প্রশ্ন থাকলে, দয়া করে green@skdc-consultants.com-এ লিখুন।

৩১শে মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ০.৫০ টাকা পরিচালনা পর্ষদ এর লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। কোম্পানি লভ্যাংশ প্রেরণের জন্য সদস্যদের জাতীয় ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (এনইসিএস) সুবিধা প্রদান করেছে। সময়ে সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা চিহ্নিত স্থানে এনইসিএস সুবিধা পাওয়া যায়। ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী এবং এই সুবিধাটি পেতে ইচ্ছুক সদস্যদের তাদের সর্বশেষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ (কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন সক্রিয় অ্যাকাউন্ট নম্বর, ৯ সংখ্যার এমআইসিআর এবং ১১ সংখ্যার আইএফএসসি কোড), তাদের ফোলিও নম্বর সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ইমেল আইডি green@skdc-consultants.com এ শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স এসকেডিসি কনসালট্যান্টস লিমিটেড। ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের বিশদ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরও, ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২০ অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে কার্যকর, এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর ("টিডিএস") কাটাতে হবে। আয়কর আইন, ১৯৬১ ('আইটি আইন')। বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ আইন, ২০২০ এবং এর সংশোধনগুলি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে, টিডিএস প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি সক্ষম করার জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে (ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে) আইটি আইন অনুযায়ী তাদের আবাসিক অবস্থা, প্যান, বিভাগ সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা green@skdc-consultants.com-এ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে একটি ইমেল পাঠিয়ে এই ধরনের বিবরণ জমা দিতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিঙ্গানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৮.২০২৩

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

CIN: L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি, ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ফোন নং : (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের ('কোম্পানী') ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') আর্থিক বছরের জন্য ২০২২-২৩-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে বৃহস্পতিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে এজিএম ('নোটিশ') আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেন করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধানের সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা বিষয়ে প্রযোজ্য সার্কুলার সহ। সদস্যরা বিশেষ করে এজিএমে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশাবলী এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সাবধানতার সাথে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি-র সার্কুলার মেনে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট সহ ৩৩তম এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানোর কাজ শেষ হয়েছে ২৮শে আগস্ট, ২০২৩-এ সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী।

আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.webelsolar.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia-এ পাওয়া যাবে। www.evoting.nsdl.com-এ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর ওয়েবসাইটেও।

কোম্পানিটি তার শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্যকে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত ('রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এজিএম) এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য যা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯টায়) শুরু হবে এবং বুধবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকেল ৫টায়) শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পড়া কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ) কোম্পানির ৩৩তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে। ৩৩তম এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেয়ার ধারণ করার পরে সদস্য হওয়া যেকোন ব্যক্তি একটি অনুরোধ evoting@nsdl.co.in পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। কোম্পানি/আরটিএ-র কাছ থেকে। যাইহোক, যদি তিনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোম্পানিটি এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং প্রদান করতে বেছে নিয়েছে যা ভিসি/ওএভিএম প্ল্যাটফর্মের সাথে একীভূত, এবং এর জন্য আলাদা লগইন আইডির প্রয়োজন নেই। যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এ অংশ নিচ্ছেন এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোট করার যোগ্য হবেন।

এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিংয়ে অংশ নেওয়ার বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি evoting@nsdl.co.in-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট/এনএসডিএল নিম্নরূপ :

আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি.
১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬
যোগাযোগ ০৩৩-২৪১৯২৬৪১ এবং ০৩৩-২৪১৯২৬৪২
ই-মেইল info@rdinfotech.net/rdinfo.investors@gmail.com

শ্রীমতি পল্লবী মাহাত্রে
সিনিয়র ম্যানেজার
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড,
ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড
সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল মুম্বাই - ৪০০ ০১৩
যোগাযোগ ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সুমিত কুমার শ'
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ২৮ আগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ ই-ভোটিং ফলাফল যথাক্রমে কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN : L70109WB1986PLC040864
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
হেড অফিস : ইউনিট নং ৪ এবং ৫, ৪র্থ তল, প্লট নং - ডি-২, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি - ১১০ ০১৭
ফোন নং : ০১১ ৪২৬৫৪২৬৫, ফ্যাক্স নং : ০১১ ৪২৬৫৬৮৫০
ইমেল : investorrelations@ashianahousing.com কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির **৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০টায়** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫, সাধারণ সার্কুলারগুলির সাথে পড়ুন সার্কুলার ১৪/২০২০ তারিখ ৮ ই এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে ২০২০, সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারী ২০২১, সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১, সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ০৫ মে ২০২২, এবং সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ যথাক্রমে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ই জানুয়ারী, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা হয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ashianahousing.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি www.nseindia.com এবং www.bseindia.com। সেবি-র সার্কুলার অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের কোনও শারীরিক কপি কোনও সদস্যকে পাঠানো হবে না।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ধারা ৪২ অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে এবং লভ্যাংশের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ড নেওয়ার জন্য, ৩১শে মার্চ, ২০২৩-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য, যদি আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয় ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ (বৃহস্পতিবার) ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়ার সময় যেসব শেয়ারহোল্ডারদের নাম সুবিধাজনক মালিক হিসাবে বইগুলিতে প্রদর্শিত হবে তারা লভ্যাংশের জন্য প্রাপ্য হবেন।

শেয়ারহোল্ডাররা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অথবা লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, অনুগ্রহ করে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :

ক) প্রকৃত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম, আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে তাদের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য, ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর এবং স্থায়ী অ্যাকাউন্টের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান), বিতাল হাউস, ৪র্থ তল, ৯৯, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, মাদাঙ্গির, দিল্লি-১১০০৬২। আইএসআর ১ ফর্মের ফর্ম্যাট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https:-//www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports#3 এ উপলব্ধ।

খ) ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপিএস)।

গ) ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা যেখানে শেয়ারহোল্ডার লভ্যাংশ পেতে চান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধরন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড এবং বিনিয়োগকারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে প্রদান করা প্রযোজ্য হলে নাম মুদ্রিত চেকের একটি স্ক্যান কপি investorrelations@ashianahousing.com বিকল্পভাবে beetal@beetalfinancial.com-এ।

ই-ভোটিং সুবিধা :

কোম্পানিটি এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট তার সমস্ত সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলির উপর বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য। উপরন্তু, কোম্পানি মিটিং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (সোমবার) সকাল ৯টায় এ শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (বুধবার) বিকেল ৫টায় শেষ হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৩। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে ডিপিদের দ্বারা শুধুমাত্র বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং, বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

ক) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বিশদ পদ্ধতি অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় সদস্যরা তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

খ) এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন প্রমাণপত্রগুলি সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে যখন তারা উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করবেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (বুধবার) বিকেল ৫টার পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। যে সমস্ত সদস্যরা সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিডিও কনফারেন্স/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে বার্ষিক সাধারণের সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য এপ্রিল ২০২০ এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত হারের জন্য, অনুগ্রহ করে ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ এবং এর সংশোধনগুলি পড়ুন। শেয়ারহোল্ডারদের তাদের আবাসিক ঠিকানা, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর, আধার এবং প্যান ডিপি (যদি ইলেকট্রনিক আকারে থাকে) এবং আরটিএ অর্থাৎ বিতাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (যদি শেয়ারগুলি ভৌত আকারে থাকে) আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে টিডিএস বিধানের সাথে সম্মতি সক্ষম করার জন্য।

বোর্ডের আদেশক্রমে
আশিয়ানা হাউজিং লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
নিতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
এসিএস ২১১৯১

স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ২৮.০৮.২০২৩

রোজগার মেলায় ৫১ হাজার নিয়োগপত্র চাকরি বিতরণ মোদির

কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫১,০০ কর্মীদের নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় রোজগার মেলা-র অধীনেই এদিন ৫১ হাজার পুরুষ ও মহিলাকে পুলিশ, সেনা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির নিয়োগপত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর 'স্বাধীনতার অমৃতকাল' উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী এই নিয়োগের নাম দিলেন 'অমৃত রক্ষক'। যা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করল কংগ্রেস।

মূলত, পুলিশ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি), সাব-ইন্সপেক্টর (জেনারেল ডিউটি) এবং নন-জেনারেল ডিউটি ক্যাডার পোস্টে নিয়োগ করা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফেই সিএপিএফ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, অসম রাইফেলস এবং দিল্লি পুলিশের বিভিন্ন বিভাগেই কর্মী নিয়োগ করা হয়।

এদিন সেনা ও পুলিশ বিভাগে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'আগামী দিনে গাড়ি, ওষুধ, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে চলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ১৩ কোটির বেশি নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে। বিশেষত, গাড়ি ও ওষুধ ক্ষেত্রে তরুণদের জন্য প্রচুর সুযোগ আসতে চলেছে।' দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ৪৫টি জায়গায় রাষ্ট্রীয় রোজগার মেলা হবে বলেও সূত্রের খবর।

প্রধানমন্ত্রীর এই নিয়োগপত্র দেওয়া নিয়ে কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ টুইটে জানান, বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। এখন লোকসভা ভোটে হারের আতঙ্কে ভুগছে মোদি। তাই রোজগার মেলার নামে এই বৃহত্তম জুমলা।

জয়রাম আরও উল্লেখ করেন, আগেই অনুমোদিত প্রশাসনিক এবং আর্থিক কারণে আটকে থাকা পদগুলিতে এখন নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, প্রমোশনের চিঠিও দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এমন ভাব করা হচ্ছে যেন যাবতীয় নিয়োগ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দয়ায়। অথচ দেশে বেকারি বেড়েই চলেছে। অতএব, গোটা বিষয়টি ভোটের আঁচ পেয়ে মোদির নির্লজ্জ আত্মপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়।

টুইটে মোদি সরকারের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে কংগ্রেস নেতা লেখেন, 'নোটবন্দি করে ধ্বংস করা হয়েছে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের। এর পর অপরিকল্পিত জিএসটি এবং আকস্মিক লকডাউন। ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পর এখন নির্বাচনের আঁচ অনুভব করছেন প্রধানমন্ত্রী।'

রোমান লিপিতে ককবরক ভাষার দাবি

জনজাতি ছাত্র বিক্ষোভে অশান্তি ত্রিপুরায়, সংঘর্ষ-পথ অবরোধ

আগরতলা, ২৮ অগস্ট: বাংলা নয়, জনজাতিদের ভাষা ককবরকের জন্য রোমান লিপির দাবিতে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'তুইপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন' (টিএসএফ)-এর ১২ ঘণ্টার ধর্মঘট। এই ধর্মঘটকে ঘিরে সোমবার অশান্তি ছড়াল রাজধানী আগরতলা-সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পথ অবরোধের ঘটনা ঘটেছে দফায় দফায়। পুলিশ সূত্রের খবর, গ্রেপ্তার করা হয়েছে টিএসএফ-এর শতাধিক নেতা-কর্মীকে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন' (এনইএসও)-এর তরফেও সোমবারের ধর্মঘটকে সমর্থন জানানো হয়েছে। অবিলম্বে সংসদে সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে রোপান লিপিতে ককবরক ভাষা চালুর দাবি করা হয়েছে। জনজাতি অধ্যুষিত 'ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল' (এডিসি) এলাকায় ধর্মঘটের প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। টিএসএফের সাধারণ সম্পাদক হামাল জামাতিয়া বলেন, 'আমরা দু'মাস আগে রাজ্য সরকারের কাছে রোমান লিপির দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক উত্তর পাইনি।' প্রসঙ্গত, গত ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ ঘিরেই হিংসা ছড়িয়েছিল উত্তর-পূর্বের আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য মণিপুরে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ধূপগুড়ির সঙ্গে ত্রিপুরার জোড়া বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। তার আগে জনজাতি বিক্ষোভের জেরে শাসক বিজেপির উপর চাপ বাড়ল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, জনজাতি সংগঠন তিপ্রা মথা ইতিমধ্যেই ধনপুর এবং বক্সনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী না দিয়ে সিপিএম প্রার্থীদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরায় বামেদের সহযোগী কংগ্রেসের বিধায়ক গোপাল রায় সোমবার বলেন, 'ত্রিপুরার স্বীকৃত ভাষা 'ককবরক'। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। ত্রিপুরা সরকারের উচিত ককবরকে আগও গুরুত্ব দেওয়া। এডিসি এলাকার অনেক বিদ্যালয়ে ককবরক শিক্ষকের পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে।'

বহু অনুরোধের পর ইমরান খানের জন্য এলাহি ব্যবস্থা অটোক জেলে, খুশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২৮ অগস্ট: তোষাখানা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঠাঁই হয়েছে অটোক জেল। যে ইমরান তাঁর খেলোয়াড় জীবনে সবুজ ঘাসের পিচে বল হাতে আগুন ছুটিয়েছেন, বিলাসবহুল জীবন কাটিয়েছেন, সেই ইমরানকেই জীবনের অন্ধকার দিক দর্শন করতে হয়েছে। জেলের কুঠুরিতে দিন কাটাতে হচ্ছিল 'কাপ্তান'কে। থাকতে কষ্ট হচ্ছিল ইমরানের। যে সেলে রয়েছেন ইমরান, সেখানে রয়েছে পোকামাকড়, মাছি। প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড় হয়েছে তাঁর। ইমরানের কাতর অনুরোধের পরে বরফ গলে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশ্বজয়ী অধিনায়কের জন্য এলাহি আয়োজন করে। যার ফলে বেজায় খুশি হয়েছেন পিটিআই চেয়ারম্যান।

জানা গিয়েছে, রবিবার প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অটোক জেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের আইজি (কারা) মিয়াঁ ফারুক নাজির। জেলের আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, ইমরানের কক্ষে রাখা ক্যামেরাগুলির অবস্থান ভালো করে খতিয়ে দেখেন মিয়াঁ। জেলের আইন মেনে 'কাপ্তান'কে দেওয়া হয়েছে নতুন ফ্যান, বিছানা, গদি, বালিশ, চেয়ার, বাতানুকূল যন্ত্র, ইংরেজি অনুবাদ-সহ কোরানের একটি কপি, বই, সংবাদপত্র, মধু, সুগন্ধি ইত্যাদি। তবে এখানেই শেষ নয় প্রার্থনা করার জন্য মিলেছে আলাদা কক্ষ। তালিকায় রয়েছে ঝাঁ চকচকে শৌচাগার। যেখানে নতুন বেসিন থেকে শুরু করে ওয়েস্টার্ন টয়লেট সিট, নতুন তোয়ালে, টিস্যু পেপার, সাবানও রয়েছে।

এছাড়াও ইমরানকে চিকিৎসার সব সুবিধা প্রদানের জন্য রয়েছে পাঁচ সদস্যের মেডিক্যাল টিম। কারাগারের আইজির সম্মতিতে তাঁকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ খাবার। খাবার পরিবেশনের আগে তা ভালোভাবে পরীক্ষনিরীক্ষা করে নিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। কয়েকদিন আগেই জেলবন্দি স্বামীকে নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বুশরা বিবি। বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলা হতে পারে ইমরানকে, এই আশঙ্কায় চিঠি লিখেছিলেন পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রসচিবকে। ফলে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক যাতে না থাকে, তার দিকে নজর রাখছে জেল কর্তৃপক্ষ।

এক রিপোর্ট মোতাবেক, অটোক জেলের এই এলাহি আয়োজনে বেজায় খুশি প্রাক্তন পাক অধিনায়ক।

এবার আফগানিস্তানে মহিলাদের পার্ক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি

কাবুল, ২৮ অগস্ট: পার্কে ঘুরতে গেলে মহিলারা ঠিকমতো হিজাব পরেন না। এই অভিযোগ তুলে আফগানিস্তানে মহিলাদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করল তালিবান। তালিবানের আমলে মেয়েদের জন্য কার্যত কারাগার পরিণত হয়েই গিয়েছে কাবুলিওয়ালার দেশ। তবুও নতুন নতুন ফরমানের প্রাচীরে আরও আঁটো হচ্ছে সেই অবদমনের ফাঁস।

আফগানিস্তানের প্রথম জাতীয় উদ্যান বান্দ-ই-আমির ন্যাশনাল পার্ক সেদেশের অন্যতম একটি পর্যটন ক্ষেত্র। ২০০৯ সালে তৈরি এই পার্ক ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। বিবিসি সূত্রে খবর, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই উদ্যানের খোলা হাওয়ায় মেয়েদের শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে সেদেশের তালিবান প্রশাসন। এ বিষয়ে আফগানিস্তানের এক মন্ত্রী মহম্মদ খালেদ হানাফি বলেন, অনেক সময় দেখা গিয়েছে পার্কে ঘোরার সময় মেয়েরা ঠিকমতো হিজাব পরছেন না। যতদিন না এই সমস্যার কোনও সমাধান মিলছে, ততদিন তাদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। এমনকী তিনি এও দাবি করেন, মেয়েদের বাইরে ঘুরতে বেরনোর কোনও প্রয়োজন নেই।

নয়া এই ফরমানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন হিদার বার হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ডিরেক্টর। তালিবানদের তোপ দেগে তিনি বলেন, মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, স্বাধীনভাবে চলাফেরা সব কিছুতে হস্তক্ষেপের পর এবার তালিবানরা মেয়েদের প্রকৃতির মাঝে শ্বাস নেওয়াতেও পরোয়ানা জারি করছে। যার প্রমাণ বান্দ-ই-আমির পার্কে মেয়েদের ঢুকতে বাধা দেওয়া। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, এইভাবেই এক ধাপ এক ধাপ করে প্রতিটা বাড়িই মেয়েদের জন্য কারাগারে পরিণত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয় আমেরিকা। তারপর থেকেই তালিবানি শাসনে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে নিরীহ নাগরিকদের। বিশেষত, নিশানা করা হয়েছে মহিলাদের। অথচ ক্ষমতা দখলের পর তারা আশ্বাস দিয়েছিল, এটা তালিবান ২.০। যারা নারী স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতার মতো বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই কথা যে স্রেফ কথার কথা, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কয়েক দিনের মধ্যেই। শিক্ষা থেকে চাকরি, প্রায় সবক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মেয়েদের বিউটি পার্লারে প্রবেশ ও কাজও বন্ধ করার জন্য ফরমান জারি করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরেও মেয়েদের শিক্ষার অধিকারেও কোপ বসিয়েছে জেহাদিরা। এবার মুক্ত পরিবেশে মেয়েদের যাওয়ার দরজা বন্ধ করে দিল ধর্মোন্মাদ তালিবান।

রাগের বশে লিভ-ইন সঙ্গীকে প্রেসার কুকার দিয়ে পিটিয়ে খুন

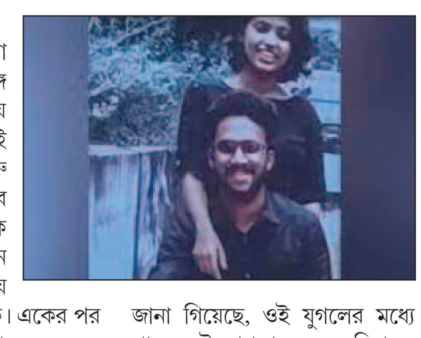

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগস্ট: সন্দেহ ছিল প্রেমিকা অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সেই নিয়েই যুগলের মধ্যে শুরু হয়েছিল বচসা। রাগের বশে রান্নাঘর থেকে প্রেসার কুকার এনে লিভ-ইন সঙ্গীকে মাথায় আঘাত করলেন প্রেমিক। একের পর এক আঘাত করে খুন করলেন প্রেমিকাকে। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর বেগুরে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত যুবতীর নাম দেবা (২৪)। অভিযুক্ত যুবকের নাম বৈষ্ণব। অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর প্রেমিকা দুইজনেই আদতে কেরলের কোল্লামের বাসিন্দা। একইসঙ্গে তাঁরা কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। সেখান থেকেই আলাপ ও পরে প্রেম। কর্মসূত্রে তাঁরা বিগত দুই বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে ভাড়া থাকতেন। বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থায় সেলস ও মার্কেটিং বিভাগে তাঁরা চাকরি করতেন। বেগুরে একটি ফ্ল্যাটে লিভ-ইনে থাকতেন।

প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই যুগলের মধ্যে প্রায়সময়ই ঝগড়া হত। রবিবারও তাঁদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযুক্ত যুবকের সন্দেহ ছিল, প্রেমিকার অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এই নিয়েই ঝামেলা তুঙ্গে ওঠে। রাগের বশে বৈষ্ণব রান্নাঘর থেকে প্রেসার কুকার এনে যুবতীর মাথায় আঘাত করে। প্রেসার কুকারের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই যুবতীর মৃত্যু হয়। এরপরই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

এদিকে প্রতিবেশীরাই যুবতীর চিৎকার শুনে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে যুবতীর দেহ উদ্ধার করে। অভিযুক্তকে ধরতে শুরু হয় তল্লাশি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় বৈষ্ণবকে। বর্তমানে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩৭০ ধারা রদ নিয়ে মামলা করে সাসপেন্ড অধ্যাপক!

নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের মামলা নতুন মোড় নিল। নরেন্দ্র মোদি সরকারের ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদনকারী এক কলেজ শিক্ষককে কেন সাসপেন্ড করা হল, সে বিষয়ে ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিংয়ের জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের নির্দেশ, মনোজের মত জেনে এ বিষয়ে শীর্ষ আদালতকে অবহিত করবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৌঁসুলি।

গত বুধবার শীর্ষ আদালতে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা, পেশায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক জহুর আহমেদ ভট। শুক্রবারেই তাঁকে সাসপেন্ড করে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের শিক্ষা দপ্তর। বিধানসভা ভোট না হওয়ায় বর্তমানে ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের দায়িত্ব লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজের হাতে। তাই জহুরের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক এবং সরকার প্রধানের মত জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

জম্মু ও কাশ্মীর শিক্ষা দপ্তর শুক্রবার জহুরকে সাপপেন্ড করার যে নির্দেশিকা জারি করেছিল তাতে বলা

প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

হয়, 'জম্মু ও কাশ্মীর সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন', জম্মু ও কাশ্মীর সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি কর্মীদের ছুটি সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের জন্য জহুরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁকে আপাতত ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুল শিক্ষা দপ্তরে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। উপত্যকার বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিতেই উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ মনোজের নেতৃত্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের এই পদক্ষেপ। সরকারি কর্মীদের ছুটি সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ খারিজ করে আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী কপিল সিবল বলেন, 'নিয়ম মেনে দু'দিনের ছুটি নিয়ে শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন কলেজ শিক্ষক জহুর।'

জেলের ৪০ ফুট উঁচু পাঁচিল টপকে পালালো ধর্ষণে অভিযুক্ত!

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগস্ট: চারতলা সমান উঁচু পাঁচিল টপকে জেল থেকে পালালো ধর্ষণে অভিযুক্ত! সম্প্রতি এমনটাই ঘটেছে কর্নাটকের একটি জেলে। ৪০ ফুটের পাঁচিল লাফিয়ে পালায় ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক। গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে কারাগার লাগোয়া রাস্তায় লাগানো সিসি ক্যামেরায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ওই ভিডিও ফুটেজ। অত উঁচু থেকে পড়ে পায়ে চোটও পায় যুবক। এত করেও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। একদিন পরেই পুলিশ পাকড়াও করে অভিযুক্তকে।

সিসি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে, ৪০ ফুট উঁচু পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নামে যুবক। নিচে পড়ার পর শরীর ভারসাম্য রাখতে পারেনি। শুয়ে পড়ে ফুটপাথে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেও পায়ে ব্যাপক চোট পান। খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাকে। এদিকে কয়েদি পালাতেই হুলুস্থুল পড়ে যায় জেলে। খবর দেওয়া পুলিশে। একদিন পরেই গ্রেপ্তার করা হয় বসন্তকে।

সরকারি স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের আবায়া পরা নিষিদ্ধ করতে চলেছে ফ্রান্স

প্যারিস, ২৮ অগস্ট: সেপ্টেম্বরেই শুরু হচ্ছে ফ্রান্সের নতুন স্কুল মরশুম। এই নতুন মরশুম থেকে ফ্রান্সের সরকারি স্কুলে এবার নিষিদ্ধ হতে চলেছে মুসলিম ছাত্রীদের আবায়া পরা। রবিবারই সেদেশের শিক্ষামন্ত্রী নিয়েছেন, সরকারি স্কুলে মুসলিম নিষিদ্ধ হতে চলেছে ছাত্রীদের আবায়া পরা। উল্লেখ্য, আবায়া হল শরীর ডেকে রাখা ঢিলেঢালা একধরনের পোশাক, যা মুসলিম মেয়েরা পরে।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল জানিয়েছেন, 'স্কুলে আর আবায়া পরা যাবে না। কেউ ক্লাসে এলে যেন তাদের পোশাক দেখে ধর্ম না বোঝা যায়। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।' প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক মাস ধরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের আবায়া পরা নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়েছিল। অবশেষে এই পদক্ষেপ করতে চলেছে পশ্চিম ইউরোপের দেশটি। এর আগে ২০০৪ সালে মাথার স্কার্ফ বা হিজাব পরা নিষিদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সের স্কুলে। পরে ২০১০ সালে জনসমক্ষে মুখঢাকা পোশাক পরাতেও জারি হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদেশের ৫০ লক্ষ মুসলিমরা। এর মধ্যেই এবার নিষিদ্ধ হল আবায়া।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting Tender
The E-Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Ashokenagar - Kalyangarh Municipality.
Tender ID:2023_MAD_560920_1
Bid Submission End Date: 05-Sep-2023 02:00 PM
for details, please see website at **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No.- 08/2023-24
Memo No. 2366/GM Dated : 28.08.2023
1st Call for N.I.e.T 08/2023-24 is invited by this Municipal Authority for supply and installation of street lights at different wards under Guskara Municipality out of Green City Mission (UD&MA). Last Date of Submission of e-tender is **22.09.2023 up to 12.00 P.M.** for details visit **www.wbtenders.gov.in**, **http://www.guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Khandaghosh Development Block
Sagrai, Purba Bardhaman
E-NIT NO: BWN BWN/EO/ KHANDA/ NIeT-01/ 2023-24 DT. 28/08/2023 **Tender Id:** 2023_DMB_561112_1
Bid submission start Dt. & Time (online): **28/08/2023 from 06:00 pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **05/09/2023 from 06:00 pm** onwards
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

OFFICE OF THE COUNCILORS OF DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
P.O: DIAMOND HARBOUR, DIST: SOUTH 24-PARGANAS
Memo No.: K-12(eTender)/ A-448/(11)/D.H.M. Date: 25.08.2023
NI(e)T– WBMAD/ULB/DH/ WTP/05/321(e)/23-24)
The last date and time for Bid Submission of O&M of WTP within Diamond Harbour Municipal area (Tender Id mentioned in Corrigendum Notice) under above mentioned NITs are extended up to **11.09.2023 at 5:30 P.M..** The details can be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Press Notice
Sealed Quotations are hereby invited for execution 8 **nos. Plantation** schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide **NIQ- 02/NRM/PMKSY-WDC 2.0/01/2022-23, in the district of Purulia.** For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **Office Notice Board. Last date for submitting sealed quotation on 13.09.2023**
Sd/
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

Press Notice
Sealed Quotations are hereby invited for execution **13 nos. L.D.S** schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide **NIQ- 01/NRM/PMKSY-WDC 2.0/01/2022-23, in the district of Purulia.** For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **Office Notice Board. Last date for submitting sealed quotation on 13.09.2023**
Sd/
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

JOB RECRUITMENT
MOTHER TERESA PHARMACY COLLEGE (D. PHARM)
Vill: Mahinagar, P.O: Azimganj, P.S: Jiaganj, Dist: Murshidabad
Application invited for the post of following.
- Principal-01 [M. Pharm with 5 years' Experience)
- Asst. Prof./Lecturer 07
- Technical Staff (Diploma) 02
- Librarian 01

Eligibility & qualification as per Latest PCI Norms.
Apply with CV & Testimonials by email within 7 days.
Email: mtpcollegem@gmail.com
Cont. No. 9775094105, 9735665585

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
টেলিফোন: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১৩, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০
ওয়েবসাইট দেখুন: www.hmcgov.in
অ্যাসিসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
হাওড়া পৌর নিগমের ৪৩ নং ওয়ার্ডের ৫৩, বৃন্দাবন মল্লিক লেন হোল্ডিং-এ জনৈক শ্রীকান্ত মন্ডল (ক্রয়কৃত জমির পরিমান প্যাসেজসহ ০ কাঠা - ১৪ ছটাক ৮ বঃ ফুট, এ এল আর দাগ নং ১১৬, এল. আর. খতিয়ান নং ৭৩৮, জে. এল. নং- ১, মৌজা-ব্যাটরা) এ জমি ক্রয় করিয়াছেন ও নিয়মানুয়ায়ী হাওড়া পৌর নিগমের কাছে নাম পত্তনের (মিউটেশন) আবেদন জানিয়েছেন। উক্ত নাম পত্তনের ব্যাপারে যদি কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে হবে, অন্যথায় নিয়মানুয়ায়ী উক্ত নাম পত্তনের আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
১৩০(১)/২৩-২৪ — কমিশনার হাওড়া পৌর নিগম।
২৮.৮.২৩

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
HMC/HWW/P-08/23-24 — তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি **১) অলকা সিনেমা হলের নিকট শিবপুরে পিএম বস্তির জেনাল ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট (ক্লোরিনেশন গ্যাস / হাইপো ক্লোরাইড সলিউশন সরবরাহ সহ) এর বার্ষির পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২) হাওড়া ফাঁসিতলায় জোনাল ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট এর ক্লোরিনেশন গ্যাস/ হাইপো ক্লোরাইড সলিউশন সরবরাহ সহ বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য** নির্ধারিত ফর্মে একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় EE-II/ https://wbtenders.gov.in থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩ সন্ধা ৬ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১২৭(১)/২৩-২৪ — এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
২৮.৮.২৩ — হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
121/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Survey, Demarcation & Soil Testing at DTPS, Durgapur for Creation of Plantation Over 235 Acres.	29.08.2023	05.09.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

আগামী দু'মাস লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপরেই ফোকাস করব: রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী দুটো মাস ভারতীয় টিমের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ভারতীয় টিম ২০১১ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু তার পর বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের পর পর ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে, তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এ বার কি বিবর্ণ অতীত পাল্টে দিতে পারবে রোহিত শর্মার টিম? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের উপর যেমন নির্ভর করবে সাফল্য, তেমনই টিমের ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে অনেক কিছু। এশিয়া কাপে সেই ব্যালান্সই খুঁজে নিতে চাইছে ভারত। ৫ অক্টেবর শুরু বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপ নিয়ে কী ভাবছেন রোহিত? ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেনের কথায়, 'নিজেকে কতটা রিল্যাক্সড রাখছি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিষয়; যেগুলো অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়, সেগুলো নিয়ে ভাবতে চাই না। সোজা কথায়, সব কিছু বন্ধ রাখতে চাইছি। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ২০১৯ সালেও গিয়েছিলাম।'

আপাতত এশিয়া কাপের শিবির চলছে বেঙ্গালুরুতে। জাতীয় শিবিরে নিজেদের ফিটনেস ও স্কিল ঝালিয়ে নিতে চাইছেন রোহিতরা। গত বারের বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন রোহিত। ৫টা সেঞ্চুরি সহ ৬৪৮ রান করেছিলেন। সেখান থেকেই পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, 'গত বার মানসিক ভাবে দারুণ জায়গায় ছিলাম। প্রস্তুতিও চমৎকার নিয়েছিলাম। ওই ব্যাপারটা আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছি। তার জন্য অবশ্য সময় রয়েছে। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে কী কী ঠিক করেছিলাম, সেটা ফিরিয়ে মনে করার চেষ্টা করছি।'

বিশ্বকাপে সাফল্যের খোঁজে নামবেন রোহিত এবং তাঁর টিম। ব্যর্থ হলেও ক্রিকেটার রোহিতের বিরাট কিছু বদলাবে না। বলছেনও, 'সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা দিয়ে একটা মানুষ রাতারাতি বদলায় না। আমার মনে হয় না, একটা ম্যাচ কিংবা একটা টুর্নামেন্টে জয় মানুষ হিসেবে আমাকে পাল্টে দিতে পারে। গত ১৬ বছরে আমি মানুষ হিসেবে যা ছিলাম, তাই আছি। মনে হয় না, নিজেকে বদলানোর কোনও দরকার আছে। ফোকাস থাকবে, আগামী দু'মাসে নিজের লক্ষ্যে কী ভাবে পৌঁছতে পারি।'

নেতা হিসেবে পাঁচবার আইপিএল জিতেছেন রোহিত। ২০১৮ সালে ভারতের ক্যাপ্টেন হিসেবে জিতেছেন এশিয়া কাপ। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে তাঁর নেতৃত্বেই খেলেছে ভারতীয় টিম। তবে জয় আসেনি। ব্যাটার হিসেবে রোহিত যথেষ্ট সফল। ৩০টা ওয়ান ডে সেঞ্চুরি, ১০টা টেস্ট, ৪টে টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরিও রয়েছে। ১৭ হাজারেরও বেশি রান করেছেন তিনি। রোহিত কিন্তু বলছেন, 'তথ্য আমি বিশ্বাস করি না। কতটা উপভোগ করলাম, করাতে পারলাম, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন জিনিসটা আমাকে খুশি করল, সেটাই বেশি ভাবি। টিমকে নিয়ে সুখস্মৃতি তৈরি করাটাই তো আসল।' বিশ্বকাপের জন্য যে মনে মনে তৈরি হচ্ছেন ভারতের ক্যাপ্টেন, বোঝাই যাচ্ছে। যদি কাপ জেতাতে পারেন, কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর তিনিও চিরস্মরণীয় থেকে যাবেন ভারতীয় ক্রিকেটে।

ইতিহাস ওয়াঘার ওপারেও, নীরজই এখন টার্গেট নাদিমের

বুদাপেস্ট: বিশ্ব মিটে জ্যাভলিন থ্রো-তে ভারতকে সোনা দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন নীরজ চোপড়া। ওয়াঘার ওপারেও ইতিহাস তৈরি হয়েছে। কারণ বুদাপেস্টে হওয়া বিশ্ব মিটে ৮৭.৮২ মিটার থ্রো করে রুপো পেয়েছেন পাকিস্তানের জ্যাভলিন তারকা আর্শাদ নাদিম। এই প্রথম বিশ্ব মিটে জ্যাভলিন থেকে পদক গেল পাকিস্তানে। সোনা জয়ী নীরজ বিশ্ব মিটে ৮৮.১৭ মিটার বর্শা ছুড়ে সোনা জিতেছেন। অল্পের জন্য নাদিমের সোনা হাতছাড়া হওয়ার পরও মুখে হতাশা দেখা যায়নি। বরং চওড়া হাসি ছিল। প্রতিপক্ষ নীরজকেও শুভেচ্ছা জানান নাদিম। মধ্যরাতে নীরজের সোনা জয়ের ভিডিয়ো যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, তেমনই তাঁর আর এক ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে রয়েছেন পাক জ্যাভলিন তারকা আর্শাদ নাদিমও।

ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্যাভলিন ফাইনালের পর নীরজ ও নাদিমের এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে ফাইনালের শেষে ফটোসেশনের সময় ভারতের নীরজ চোপড়া ও চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব ভাদলেচ তাঁদের দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে ফটো তোলার জন্য পোজ দিচ্ছিলেন। পাকিস্তানের নাদিম সেখানে ছিলেন না। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, নীরজ ইশারা করে ডেকে নেন নাদিমকে। এবং তাঁর সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তোলেন। ভারত-পাক মৈত্রীর গল্প বিশ্ব মিটের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে দেখা গেল। জ্যাভলিন হাতে নীরজকে টপকানো যে কঠিন আর্শাদ জানেন। তবে পাকিস্তানি আর্শাদের প্রেরণা কিন্তু নীরজই। বিশ্ব মিটের ফাইনালের শেষে তাই আর্শাদ বলেন, 'নীরজ চোপড়া ভাইয়ের জন্য ভালো লাগছে। ও জেতায় খুশি হয়েছি। আমি প্রার্থনা করি প্রত্যেক টুর্নামেন্টেই আমরা যেন এমন ভাবেই ভালো পারফর্ম করে যেতে পারি। আমরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। ভারত এবং পাকিস্তান এখন বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ইনশাল্লাহ, আমরা অলিম্পিকেও ১-২ যেন হই।' কনুই ও হাঁটুর চোট সারিয়ে ট্র্যাকে ফিরে রুপো পেয়েছেন নাদিম। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি চোট পেয়েছিলাম। তার জন্য অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছিল। এক বছর পর বিশ্ব মিটে অংশ নিয়েছিলাম। আমার এই সাফল্যে কোচের অবদান রয়েছে। আমাকে যাঁরা সমর্থন করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। পাকিস্তানকে পদক দিতে পেরে ভালো লাগছে। সামনে যে টুর্নামেন্টগুলো রয়েছে তার জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নিতে চাই। চতুর্থ ও পঞ্চম থ্রোয়ের সময় আমার পিঠে অল্প ব্যাথা হচ্ছিল। যেহেতু আমার অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই একটু সমস্যা হচ্ছিল।'

ক্রিকেটের বিরলতম ঘটনা, ইতিহাসে প্রথম রেড কার্ড দেখলেন নাইট রাইডার্স তারকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের রহস্য স্পিনের জন্য বিশ্বখ্যাত সুনীল নারিন। এবার আরও একটি কারণে রেকর্ড বুকে নাম লেখালেন ক্যারিবিয়ান স্পিনার। ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে রেড কার্ড দেখলেন সুনীল নারিন। এবারই ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্রথম লাল কার্ডের নিয়ম চালু করা হয়। প্রতিযোগিতার ১২ তম ম্যাচে এসে নতুন নিয়ম প্রয়োগ করলেন আম্পায়ার। দলের স্লো ওভার রেটের কারণে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হল সুনীল নারিনকে। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ ছিল ত্রিনিবাগো নাইট রাইডার্স বনাম সেন্ট কিট্সহ অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। ম্যাচে প্রথম ব্যাট করে সেন্ট কিটস। টি-২০ ক্রিকেটে ২০ ওভার বোলিং করার জন্য ৮৫ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে পারেননি টিকেআর অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড। শেষ ওভারের আগে পোলার্ডকে আম্পায়ার নির্দেশ দেন এক জন ক্রিকেটারের নাম জানাতে যাঁকে তিনি লাল কার্ড দেখাবেন। পোলার্ড তখন নারিনকে নির্দেশ দেন মাঠ ছাড়ার জন্য। কারণ নারিনের ৪ ওভার বোলিং হয়ে গিয়েছিল। দলের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম প্লেয়ার হিসেবে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সুনীল নারিন।

প্রসঙ্গত, সুনীল নারিন রেড কার্ড দেখলেও ম্যাচ কিন্তু জিতেছে ত্রিনিবাগো নাইট রাউডার্স। প্রথমে ব্যাট করে বির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান করে সেন্ট কিট্সম অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। রান তাড়া করতে নেমে সহজেই ম্যাচ জিতে নেয় টিকেআর। ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় ত্রিনিবাগো নাইট রাউডার্স।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে খালি হাতে ফিরলেও অলিম্পিকে পারুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সব আলো কেড়ে নিয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। তবে আরও একজনের নামও বলতে হবে। তিনি পারুল চৌধুরী। পদক হাতছাড়া হলেও আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট অর্জন করলেন পারুল। রবিবার রাতে সিপলচেজে জাতীয় রেকর্ড গড়েন পারুল।

ইভেন্টে ১১ নম্বরে শেষ করেন তিনি। তবে প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বরাদ্দ সময়ের ভিতরেই তিনি শেষ করেন তাঁর ইভেন্ট। আর তাই আস্নন অলিম্পিকে পারুলের নামতে আর কোনও বাধা রইল না। নিজের ইভেন্ট শেষ করতে ৯১৫.৩১ সেকেন্ড সময় নেন পারুল। এই ইভেন্টে প্রথম স্থানে রয়েছেন ব্রুনেইয়ের উইনফ্রেড মুটাইল ইয়াভি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কেনিয়ার দুই প্রতিযোগী বিট্রাইস ও ফেইথ।

অন্যদিকে রবিবার জ্যাভলিনে ফের সোনা জিতলেন নীরজ। তিনি ফাইনালে উঠেছিলেন ৮৮.৭৭ মিটার থ্রো করে।

এদিন তিনি সেরা সময় না করতে পারলেও বাকিদের পারফরম্যান্স আহামরি না থাকায় সোনা পেতে অসুবিধে হয়নি। নীরজ অবশ্য রবিবার ফাইনালে প্রথম থ্রোটিতে ফাউল করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় থ্রোয়ে বাজিমাত করতেই বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে যান। ৮৮.১৭ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়ে সোনা জিতে যান।

'সেমিফাইনাল কঠিন হবে', নর্থ-ইস্ট ম্যাচের আগে বলছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কুয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: চার বছর পরে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার শেষ চারের লড়াইয়ে লাল-হলুদ ব্রিগেডের সামনে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড। সেমিফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত সতর্ক। তিনি সমীহ করছেন প্রতিপক্ষ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডকে।

কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে বদলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই লাল-হলুদ শিবির খেলা শেষ না হওয়ার আগে পর্যন্ত লড়ে যায়। হারার আগে হার মানে না। বাংলাদেশ আর্মি দলের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ম্যাচ ড্র করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ডার্বি ম্যাচে জয় এবং তার পরে পাঞ্জাব ও গোকুলামকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল।

কুয়াদ্রাত বলছেন, দকোয়ার্টার ফাইনালে গোকুলামকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক ম্যাচে হারানোর পরে আমরা সেমিফাইনালে পৌঁছেছি। আমাদের প্রতিপক্ষ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে অপরাজিত। ওদের দলে তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় রয়েছে। যার ফলে দলটা বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। আমাদের জন্য ম্যাচটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে বলেই মনে করছি।দ এবার ডুরান্ড কাপে ৯০ মিনিটের পর সরাসরি টাইব্রেকারে যাবে ম্যাচ। সেই কারণেই নর্থ ইস্টের মুখোমুখি হওয়ার আগে পেনাল্টি অনুশীলন করলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। মঙ্গলবার নতুন এক লড়াই। কুয়াদ্রাত ম্যাজিকের অপেক্ষায় ইস্টবেঙ্গল ভক্তরা।

হাসপাতালে আর্জেন্টিনার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী কোচ মেনোত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্জেন্টিনার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী কোচ সিজার লুইস মেনোত্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ইএসপিএন স্পেন ও ইএসপিএন মেক্সিকোর খ্যাতিমান সংবাদকর্মী হোসে র্যা মন ফার্নান্দেজ গতকাল জানিয়েছিলেন নিজ বাসায় পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। মেনোত্তির শারীরিক অবস্থা 'বেশ খারাপ' বলে জানিয়েছিলেন ফার্নান্দেজ। তাঁর বরাত দিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাও জানিয়েছিল, কিংবদন্তি এ কোচের জীবন নিয়ে শঙ্কা আছে। কিন্তু আর্জেন্টিনার জাতীয় সংবাদ সংস্থা তেলাম তাঁর স্বজনদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, মেনোত্তির শারীরিক অবস্থা 'অতটা গুরুতর' নয়।

তেলাম জানিয়েছে, বাসায় পড়ে গিয়ে মেনোত্তির শরীরে ইন্টারনাল ব্লিডিং বা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল। সে কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই সূত্র তেলামকে জানিয়েছে, ২২ অক্টোবর ৮৫ বছরে পা রাখতে যাওয়া মেনোত্তির সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, সেটি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে গোপন রাখা হয়েছে।

তবে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ওলে' জানিয়েছে, মেনোত্তির শারীরিক অবস্থা যতটা খারাপ ভাবা হয়েছিল, ততটা নয়। মঙ্গলবার বা বুধবার বুয়েনস এইরেসের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারেন আর্জেন্টাইন ফুটবলে 'এল ফ্লাকো' (ছিপছিপে) নামে পরিচিত এই কোচ। তাঁর ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম মুন্দো দি, 'এটা সামান্য শঙ্কা। প্রত্যাশামতোই ধকল কাটিয়ে উঠেছে। সে কারণেই হাসপাতালে ভর্তি করা। আশা করি, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।' তবে মেনোত্তি কবে বাসায় পড়ে গিয়েছিলেন, সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিএন৩০ দাবি করেছে, বর্তমানে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের পরিচালক মেনোত্তির বাসায় পড়ে যাওয়ার খবর রোববার প্রকাশ হলেও ঘটনাটা চার দিন আগের। মেনোত্তি এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সিগারেটে আসক্তির কারণে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা আছে। ২০১১ সালে ফুসফুসে অস্ত্রোপচারও করিয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত ডিসেম্বরে কাতারে গিয়ে লিওনেল মেসিদের বিশ্বকাপ জয় দেখতে পারেননি মেনোত্তি। এমনিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন খুব কম। সর্বশেষ সংবাদমাধ্যমের সামনে এসেছিলেন গত জুলাইয়ে এক রেডিও সাক্ষাৎকারে। সেখানে মেসি ও আনহেল দি মারিয়াকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন মেনোত্তি। বলেছিলেন, 'শারীরিক ফিটনেস ও বয়সের কারণে লিও (মেসি) আগামী বিশ্বকাপেও খেলতে পারে।' দি মারিয়াকে নিয়ে বলেছিলেন, তাঁর মেসির মতোই মর্যাদা পাওয়া উচিত। বোকা জুনিয়র্সের হয়ে আর্জেন্টিনার লিগ জেতা ও সান্তোসে পেলের সতীর্থ হিসেবে খেলা মেনোত্তি কোচিংয়ে নেমে কিংবদন্তি হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে রেনে হাউসমান, কার্লোস বেবিংটন, মিগুয়েল ব্রিনদেসি ও ওমর লারোসাদের নিয়ে কিংবদন্তি দল গড়ে উরাকানকে আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগ জিতিয়েছেন। মেনোত্তির সেই দল আর্জেন্টাইন ফুটবলে খেলার ধারা পাল্টে দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে কোচের দায়িত্ব নেন মেনোত্তি। চার বছর পর আর্জেন্টিনাকে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতানো তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারে সেরা সাফল্য। সেই বিশ্বকাপে (১৯৭৮) ১৮ বছর বয়সী ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে দলে না নেওয়ার জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন মেনোত্তি। উত্তরে বলেছিলেন, পরের বছর জাপানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের জন্য তাঁর সতেজ ম্যারাডোনাকে চাই। মেনোত্তি কথা রেখেছিলেন। তাঁর অধীনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা আর সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন ম্যারাডোনা।

'মেসি ফুটবলটা উপভোগ করছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেসি, মেসি, মেসি;দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজোড়া ফুটবলপ্রেমীরা এই ধ্বনি তুলছে। মেসি যখন, যেখানেই গেছেন, নিজের পায়ের জাদুতে মোহিত করেছেন সবাইকে। যুক্তরাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে নাম লিখিয়ে ৯টি ম্যাচ খেলেছেন মেসি। সব কটিতেই জয় পেয়েছেন। দলকে জেতাতে তিনি নিজে করেছেন ১১টি গোল। এরই মধ্যে ইন্টার মায়ামিকে জিতিয়েছেন তাদের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও এখন মেসি-জ্বর। অথচ এই মেসিই পিএসজিতে দুটি মৌসুম কাটিয়েছেন অন্য রকমভাবে। পিএসজির সমর্থকেরা তাঁকে দুয়ো দিয়েছে ঘরের মাঠেও। প্যারিসে যে খুব একটা সুখ আর স্বস্তিতে ছিলেন না, সেটা মেসি নিজেও বলেছেন। ২ বছরের অস্বস্তি কাটিয়ে নিজেদের পছন্দের জায়গায় যেতে পেরে আবার যেন নতুন করে যাত্রা শুরু করেছেন মেসি। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে এ নিয়ে কথা বলেছেন দেশটির কোচ লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ককে নিয়ে স্কালোনি বলেছেন, 'মেসি ভালো আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, সে সুখে আছে। আমি তাকে উৎফুল্ল দেখতে পাচ্ছি এবং এটা ভালো বিষয়। দিন শেষে তার ভালো থাকতে হবে। ভালো জায়গায় থাকতে হবে। তার ও তার পরিবারের আনন্দে থাকতে হবে।'

স্কালোনি এখানেই থামেননি। এরপর তিনি যোগ করেন, 'সেটা লক্ষণীয়, সে সুখে আছে, ফুটবলটা উপভোগ করছে। এ কারণেই দিন শেষে মাঠেও সে খুশি। এরই মধ্যে সে অসাধারণ কিছু করেছে।'

বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। আর কত দিন খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি? আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ বলেছেন, 'সবাই তাকে খেলতে দেখতে চায়। সে এরই মধ্যে অনেক কিছু করেছে এবং আমি মনে করি খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো অবস্থায় সে আছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**